www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

গঙ্গাসাগর মেলা

পুণ্যতীর্থ

তিনের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

এ সপ্তাহের মুখ

উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ২৫ পৌষ – ১ মাঘ, ১৪২১ ঃ ১০ জানুয়ারি – ১৬ জানুয়ারি, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.12, 10 January - 16 January, 2015 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

বিজেপিতে দ্রৌপদী

বৈশালী সাহা

হাওড়ার বণিকসভা আয়োজিত শরৎ সদনের এক অনুষ্ঠানে ৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে বিজেপিতে যোগ দিলেন টেলিভিশন জগতের মহভারতের দ্রৌপদী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। সর্বভারতীয় সম্পাদক সিদ্ধার্থনাথ সিং, রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা রাজ্যের জেলা সভাপতি তুষারকান্তি দাস এছাড়াও বিভিন্ন কাউন্সিলার প্রমুখ বিশিষ্টরা। রূপা গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন জাতীয় গোলিকপার কল্যাণ চৌবের পার্টিতে যোগদান ছাড়া বিভিন্ন উদ্যোগপতি ও বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। রাহুল সিনহা বিরোধিতার সুরে তৃণমূল পার্টি বা বাম দলকে কটাক্ষ করেন। পরে তিনি পুষ্পস্তবক দিয়ে দলে বরণ করে নেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে।

রাজনীতির নয়া ইনিংস খেলতে আসা জনপ্রিয়তম মহাভারত

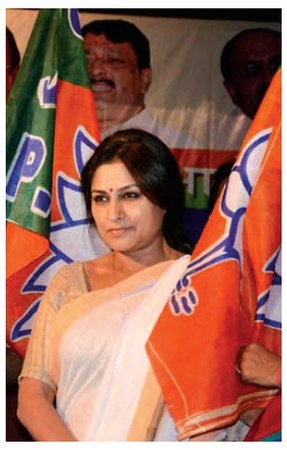

সিরিয়ালের 'দ্রৌপদী' রূপা গঙ্গোপাধ্যায় রাজনীতির পিচে পা দিয়েও যথেষ্ট সাবলীল ছিলেন। বিশেষ করে যেখানে তাঁর একাধারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি এবং অপর প্রান্তে রাজ্য বিজেপির দুঁদে সভাপতি রাহুল সিনহা হাজির থাকা সত্ত্বেও একেবারেই ম্রিয়মান হননি রূপা। বরং একেবারে পাকা খেলোয়ারী ঢংয়ে ছক্কা–চৌকা মারছিলেন তাঁর বাক্যবাণের দ্বারা। এদিকে আগামী পুরভোটের আগে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের বিজেপিতে যোগদান নিঃসন্দেহে পদ্মফুল শিবিরকে উজ্জীবিত করে তুলল। কিছুদিন আগেই বিজেপিতে সামিল হওয়ার কথা হয়েছিল অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের। কিন্তু দিল্লির সেই অনুষ্ঠানে অজ্ঞাত কারণে আসেননি ঋতুপর্ণা। এদিন অবশ্য রূপার দলে আগমনে কিছুটা চমকৃত হয়েছেন দলের আম সদস্য–সমর্থকরা। উল্লেখ্য, গত লোকসভা নির্বাচনে রাজনীতিতে সলতে পাকিয়েছেন বেশ কয়েকজন তারকা। যাদের মধ্যে একটা বড় অংশ তৃণমূলের টিকিটে সাংসদ নির্বাচিত হলেও বাবুল সুপ্রিয়র সাংসদ থেকে মন্ত্রীত্বে উন্নীত হওয়া বিজেপি এ রাজ্যে বাড়তি মাইলেজ দিয়েছে। তার ওপর আবার কুমার শানুর মতো সুপারডুপার গায়ক গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়াতেও দারুণ উজ্জীবিত হয়েছে বিজেপি দল। তার সঙ্গে এবার সংযোজিত হল ছোটপর্দার দৌপদী রূপার বিজেপিতে আবির্ভাব। আগামী পুরভোটে রূপাদেবীকে দলের প্রচারের ক্ষেত্রে তুরূপের তাস করার চিন্তাও রয়েছে বিজেপির মননে। তাছাড়া আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে এই অভিনেত্রীকে বিজেপির হয়ে রাজ্যের কোনও পরিচিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেও দেখা যেতে পারে। বিজেপি সূত্রের খবর তারা বিশিষ্টদের দলে টানার ক্ষেত্রে আরও কিছু চমক দেখাতে পারেন। এমনিতেই বিজেপির যে সাংস্কৃতিক সেল তার মুখ্য পৃষ্টপোষক হিসেবে রয়েছেন জর্জ বেকার, নিমু ভৌমিক, শেয়ার বিশেষজ্ঞ তথা অভিনেতা সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়রা। এদের সঙ্গে শানু, রূপাদের যোগ একেবারেই আলাদা মাত্রা বয়ে আনবে পদ্ম–পরিবারে।

দীর্ঘ কোমায় শিল্প, দাওয়াই খুঁজতে হয়রানি

শিল্প নিয়ে এতো মাতামাতি অথচ প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠান খোলবার কোনও উদ্যোগ নেই

অক্টোপাসের ফাঁদে

- ভূমি সংস্কারে টুকরো টুকরো বাংলার মাটি
- সরকারি দপ্তরে দালাল ও ঘুষের রাজত্ব
- সিন্ডিকেটের নামে এলাকার দাদাদের দৌরাত্ম্য
- শ্রমিক আন্দোলনের নামে জঙ্গিপনা
- পরিকাঠামোর অভাব
- আধুনিক প্রযুক্তিতে বাধা
- জলপথ পরিবহনের মৃত্যু
- দক্ষ শ্রমিক তৈরিতে অনীহা

বাঁচার দাওয়াই

- বাংলার স্বার্থে রাজনৈতিক ঐক্যমত
- স্থানীয় নেতা, জমির মালিক, কৃষক ও লগ্নিকারিদের নিয়ে পজিটিভ চেন গড়ে তোলা
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কড়া পদক্ষেপ
- স্থানীয় নেতা–মন্ত্রীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা
- আধুনিক প্রযুক্তি স্থাপনে মালিকদের বাধ্য করা
- বিদ্যুৎ সহ পরিকাঠামো গড়ে তোলা
- দক্ষ শ্রমিক তৈরিতে উদ্যোগ নেওয়া
- সরকারি দফতরে ঘুষ–দালালি রোধ করা

ওঁকার মিত্র

চারিদিকে নল, চ্যানেল, মাস্ক। আদ্যন্ত লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে অসাড় দেহটায় শুধু হৃদয়টাই ধুকধুক করছে। কিন্তু হৃদয়রেখা স্থিতিশীল হওয়ার লক্ষণ নেই। মাঝে মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছেন অনেকে, বুঝতে পারছেন আশা কম। চিকিৎসকরা নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছেন, কিন্তু কিছুই যেন হওয়ার নয়। এই হল বাংলার শিল্প চিত্র।

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন বেশ কিছু শিল্পের জন্ম হয়েছিল বাংলার মাটিতে। সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল বিদেশি লগ্নির। এরপরেই রাজনৈতিক ডামাডোলে পিছোতে থাকে বাংলার শিল্প। প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অজয় মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পেরিয়ে জ্যোতি বসুর জমানার শুরুতেই শুরু হল বর্গা অপারেশন। বাংলার মাটির শতধা বিভক্ত হয়ে ভাগচাষিদের কব্জায় চলে গেল। একদিকে জনপ্রিয়তায় জয়জয়কার বামফ্রন্ট সরকারের। অন্যদিকে শিল্পের জন্য একসঙ্গে অনেকটা জমি পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়ল। জয়ধ্বনির আড়ালে টুঁটি টিপে অসুস্থ রোগীটার যখন দমবন্ধ অবস্থা তখন একের পর এক অক্টোপাসের আক্রমণে বন্দি বাংলা চলে গেল কোমায়। এর উপর জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন, দালাল রাজ, বনধ্ হরতাল সর্ব অঙ্গ অবশ করে দিল বাংলার শিল্পের। বিদেশি লগ্নি তো দূরস্ত যারা, ব্যবসা ফেঁদেছিল তারাও পালাতে পারলে বাঁচে। এর উপর আধুনিক প্রযুক্তিতে বাধা, পরিকাঠামোর অভাব, এলাকায় এলাকায় সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য চেপে ধরল। সঙ্গে জলপথ পরিবহনটাও লাটে উঠল, রইল শুধু বিদ্যুতের হাহাকার। এমনকি কোনও উদ্যোগ নেওয়া হল না দক্ষ শ্রমিক তৈরির। ফল যা হওয়ার তাই হল। একে একে বন্ধ হতে থাকল কারখানার গেট। বোবা হয়ে গেল সাইরেনের হর্ন, মিলিয়ে গেল চিমনি থেকে বেরোনো অনর্গল ধোঁয়ার কুন্ডলী। তারই মধ্যে শিল্প আনার অছিলায় সর্বহারার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মাঝে মাঝে বিদেশ পাড়ি দিয়েছেন বটে কিন্তু ভ্রমণের আনন্দ ছাড়া কিছুই নিয়ে আসেন নি। সর্বনাশের বৃত্ত সম্পূর্ণ করে বিদায় নিলেন জ্যোতিবাবু।

এলেন বুদ্ধবাবু। শিল্পের দাওয়াই বাতলে বনে গেলেন 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ'। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তিনি যে কম্যুনিস্ট নেতা। পিছন থেকে টানার লোক অনেক। ফলে যা হওয়ার তাই হল। সাধারণ মাটির মানুষের মন না বুঝেই ক্ষমতার জোরে শিল্পায়নের চেষ্টা করতেই পতন অবশ্যম্ভাবি হয়ে উঠল। শিল্পপতিরা বুঝলেন তারাই ঠিক, বাংলায় লগ্নি না করে ঠিক কাজই করেছেন। তাঁরা আরও দূরে চলে গেলেন। বুদ্ধবাবুও স্বপ্ন ও গদি সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে বিদায় নিলেন।

এলেন এতদিনের গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে মুক্তি দেওয়া নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও অস্থির হয়ে উঠেছেন বাংলার শিল্পকে বাঁচাবার দাওয়াই খুঁজতে। শিল্পপতিদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন। তাঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। এমনকি দু–একবার বিদেশ পাড়িও হয়ে গেল। কিন্তু আশাব্যঞ্জক কিছু ঘটছে বলে মানুষের কাছে ফুটে উঠছে না। সাম্প্রতিক গ্লোবাল বেঙ্গল সামিট–এ এক শিল্পপতি একেবারে স্পষ্ট করে ক্যাচলাইনটা বলে দিলেন। শুধু মুখের কথায় কিছু হবে না। বাস্তব পরিস্থিতি দেখেই শিল্পপতিরা লগ্নি করবেন। কারণ তারা ব্যবসা করে মুনাফা করতে চান। সুসম্পর্কে কিছু ছোটখাট লগ্নি হতে পারে কিন্তু বড় পুঁজির প্রবেশ বা ভারী শিল্পের আশা না করাই ভাল।

অথচ বাস্তব পরিস্থিতিটাই ক্রমশ ফ্যাকাসে হয়ে উঠছে। রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি বন্ধ হচ্ছে বা পাততাড়ি গোটাচ্ছে। জুট মিলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চা বাগানগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের আশা ভরসা হলদিয়া পেট্রোকেম টলমল করছে। কিছুতেই যেন কিছু হচ্ছে না।

হবেও না, বাংলার শিল্পকে কোমা থেকে বাঁচিয়ে তুলতে যে জীবনদায়ী প্রাথমিক ওষুধগুলো দেওয়া প্রয়োজন তা দেওয়া হচ্ছে না ভোটের ভয়ে, গদি হারাবার ভয়ে। এতে জনপ্রিয়তা কমে যাবে বলে রাজনীতিকদের একটা ধারণা আছে। অথচ রাজ্যকে ফের শিল্পের তালিকায় উপরে জায়গা করে দিতে অপ্রিয় হলেও ওইসব পদক্ষেপ নিতেই হবে। নইলে সব দৌড়োদৌড়ি, আয়োজন সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

দেশের সেরা ধর্মীয় পর্যটন ক্ষেত্র হবে সাগরদ্বীপ

কুনাল মালিক

'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'–প্রাচীন এই প্রবাদকে

সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে বর্তমানের গঙ্গাসাগর সেজে উঠেছে অপরূপ সৌন্দর্যের আবরণে। এখন গর্ব করে বলা যায় 'সব তীর্থ একবার গঙ্গাসাগর বারবার'। লট নং ৮ থেকে ভেসেলে করে কচুবেড়িয়ার ঝাঁ চকচকে জেটি ঘাটে নামলে চোখে পড়বে নীল সাদা রঙের মোহময় হাতছানি। কচুবেড়িয়া জেটি থেকে উঠেই চোখে পড়বে সুদৃশ্য কংক্রিটের তোরণ। বাঁদিকে তীর্থযাত্রীদের শেড। চওড়া মসৃণ ৩০ কিলোমিটার রাস্তা ধরে বাসে কিংবা ম্যাজিক গাড়িতে ছুটে চলুন কপিল মুনির মন্দির সংলগ্ন সাগরমেলায়। পথ নির্দেশ চোখে পড়বে হিন্দি এবং বাংলায়।

পুলিশের সতর্কবাণী এবং মাইকে শোনা যাবে নানা নির্দেশ। মেলার বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্যকর্মীরা, এনজিও, রেডক্রশের বন্ধুরা আপনাদের সেবার জন্য অপেক্ষা করছে। ভ্রাম্যমান টয়লেট এবং বিভিন্ন জায়গায় সুলভ শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা দেখে আপনাকে অবাক হতেই হবে। ৩ নম্বর রাস্তার ডানদিকে তীর্থযাত্রী শেড এবং ফুড কোর্ট পর্যটন দফতরের একটি সাধু উদ্যোগ। দক্ষিণেশ্বরের আদলে ৩ নম্বর রাস্তার পিছনে সারিবদ্ধ দোকান করা হয়েছে পর্যটন দফতরের উদ্যোগে। মন্দিরের সামনে মার্বেল বসানো রাস্তায় ত্রিফলা আলোর ছটায় মন জুড়ায়। সন্ধ্যার পর মন্দিরের অপরূপ আলোক সজ্জা সকলকে মুগ্ধ করবেই। স্নান করার জন্য পোষাক পরিবর্তনের ঘর, বসার সিট, নিরাপত্তা রক্ষীদের কর্মব্যস্ততা সাগরমেলার তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে। ২৪ ঘন্টা সাগরমেলায় বৈদ্যুতিক আলো মেলার ভোলই পাল্টে দিয়েছে। সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা সাগর পঞ্চায়েত সমিতির কটেজে বসে জানালেন, সাগরের আরো পরিবর্তন হবে আগামী দিনে। সাগরমেলাকে আন্তর্জাতিক মেলা ঘোষণার জন্য আমরা কেন্দ্রের কাছে দাবি করছি। দেশের অন্যতম সেরা ধর্মীয় পর্যটন ক্ষেত্র হিসাবে আমরা সাগর মেলাকে তুলে ধরতে চাই।

ফেব্রুয়ারি থেকে অন্ধ্রমডেলে মাছ চাষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি শেষ হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার শিবাণীপুরে রঙিন মৎস্যচাষ বিষয়ক আলোচনা চক্র। এদিন উপস্থিত ছিলেন মৎস্য মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, ফলতার বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ, বিষ্ণুপুরের বিধায়ক দিলীপ মন্ডল, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ ভক্তরাম মন্ডল, ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু নস্কর ও আরও অনেকে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে যথারীতি অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। এরপর রঙিন মৎস্য চাষ বিষয়ক একটি পুস্তিকা আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানটি মৎস্য বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ রণজিৎ মন্ডলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

এদিন ১১৩ জন মহিলাকে ৩০ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। ইতিমধ্যে ৬০০ মহিলার ট্রেনিং শুরু হয়ে গিয়েছে। এদের মধ্যে ৬০ জন মহিলাকে চেন্নাই পাঠানো হবে। রঙিন মাছ সম্পর্কে আরও আধুনিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলেন ২০০–২৫০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীভূক্ত সংগঠনের ৩ হাজারেরও বেশি মহিলা। মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, মূলত সমস্যা হল রঙিন মাছ চাষ করার পর মাছগুলি হাওড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এর মাঝে যে সময় চলে যায় তাতে অনেক মাছ নষ্ট হয়ে

যায়। আবার অনেক সময় অসাধু ব্যবসায়ী বা দালালরা বেশি লাভ তুলে সাধারণ মৎস্যচাষিদের বিপদে ফেলেন। মন্ত্রী জানান, এই সমস্যা দূর করতে ইতিমধ্যেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং তাঁর নির্দেশে পৈলানে একটি রঙিন মাছের বাজারও গড়ে তোলা হচ্ছে। যার কাজ দ্রুত শুরু হবে বলে তাঁর দাবি। জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে ৩টি গাড়ি দেওয়া হয় ৩টি মৎস্য সমবায় সমিতিকে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাস থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ মডেলে এখানে মৎস্য চাষ শুরু হতে চলেছে। অনুষ্ঠানটিকে আরও সাকার করে তোলে জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন বোর্ডের মুখ্যকর্তা এমডি রাওয়ের উপস্থিতি।

কেঁদুলি মেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সরকারি উদাসিনতা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মেলা। মেলা মানেই, মিলনক্ষেত্র। এই মেলা আছে নানা ধরনের। প্রাকৃতিক কারণে মূলত শীতকালেই বিশেষ বিশেষ মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। যেমন–বইমেলা, নাট্যমেলা, পুষ্প মেলা, শিশু মেলা এবং যাত্রা–উৎসব। এই ঋতুতে পৌষ সংক্রান্তিতে দক্ষিণে যখন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সাগরমেলা, উত্তরের পতাকা বহন করছে তখন কেঁদুলির বাউলমেলা। গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সাগরে যখন ধর্মীয় ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস, ঠিক তখন বীরভূমের অজয় নদের তীরে এক অন্য আবেগ। বাউলের গানে মুখরিত মেলাপ্রাঙ্গণ। 'আমি কোথায় পাবো তারে/আমার মনের মানুষ যারে'। অথবা, 'দেখেছি রূপ সায়রে মনের মানুষ কাঁচা সোনা/তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গেলেম, আর পেলেম না।' মনের মানুষের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা প্রকাশ করা এ গান যাঁদের সৃষ্টি, তারা বাউল। এই বাউলের কোনও জাত নেই, ধর্ম নেই। তাইতো বিভিন্ন মানুষ–বাউল হাজির হন এই পৌষ–সংক্রান্তিতে শহর থেকে দূরে, অজয় নদের তীরে। গীতগোবিন্দের রচয়িতা কৃষ্ণভক্ত কবি জয়দেবের কাহিনী জড়িয়ে আছে এই মেলাকে ঘিরে। কেন্দুবিল্ব গ্রামের কবি জয়দেব অজয় নদে স্নান সেরে এসে দেখেন যে পদ তিনি লিখতে পারছিলেন না, সেই পদ লিখে রেখেছেন, স্বয়ং ভগবান। কবি জয়দেবের কাছে এ এক পরম প্রাপ্তি। সেই দিনটি ছিল পৌষ সংক্রান্তির দিন। চলে মকরস্নান। আসলে প্রাচীন কাহিনীকে ঘিরে কেন্দুবিল্ব গ্রাম হাজার হাজার মানুষের ভালবাসায় যখন 'কেঁদুলি' হয় তখন কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' সব মিলেমিশে একাকার হয়। একথা জানালেন, কবি, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক পাঁচুগোপাল হাজরা। অজয় নদের তীরে পৌষ সংক্রান্তির দিনে কেঁদুলির মেলা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে, উত্তর চব্বিশ পরগণার অশোক নগর–কল্যাণগড়ের বাসিন্দা পাঁচুগোপালবাবু বলেন, 'বাউল গান গাইলেই বাউল হওয়া যায় না। বাউল হল সাধনা। এই সাধনার এক অনন্য রূপ দর্শন করতে হলে, এই দিনে কেঁদুলিতে আসতেই হবে।' বীরভূমের এই মেলা প্রসঙ্গে তিনি হরিদাস আশ্রমের উল্লেখ করেন। সেখানে তিনদিনের কাব্যপাঠ, আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট কবি ও বক্তারা। ঠাকুরনগরের কবি চিন্ময় গোলদার পৌষ সংক্রান্তির এই দিনটির প্রতি গভীর আবেগ ও শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেঁদুলির মেলাকে ঘিরে বিভিন্ন আবেগ ও শ্রদ্ধার পাশাপাশি আছে মাইনাস পয়েন্টও। সেই কোন সাবেক আমল থেকে এই মেলা চলে আসলেও এখানে দূরদূরান্ত থেকে আসা পর্যটক ও দর্শনার্থীদের থাকার জন্য নেই কোনও আধুনিক হোটেল, লজ বা থাকার ব্যবস্থা। ফলে পরিবার পরিজন নিয়ে এসে এই মেলা উপভোগ করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। থাকতে গেলে থাকতে হয়, মেলার আখড়ায় বলে স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। হোটেলে থাকতে গেলে আসতে হবে প্রায় দেড় ঘন্টার পথ অতিক্রম করে বোলপুরে এখানেও সমস্যা। তা হল রাত আটটার পর কোনও যানবাহনও পাওয়া যায় না। বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনকালেও যেমন এই অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। তেমনই রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার আসার পরেও অবস্থা একইরকম। এ সত্ত্বেও এই মেলাকে ঘিরে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা আছে যথেষ্ট, বলে সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। মেলা কমিটি এবং উদ্যোক্তারা এই মেলাকে জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় করে তুলতে ব্যাপক উৎসাহী। তাঁদের আন্তরিকতার উদ্যোগে মেলার পরিসর আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। তবে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এখানে কোনও হলিডে হোম বা থাকার জায়গা গড়ে উঠলে এই মেলা আরও সার্বজনীন হয়ে উঠবে বলে স্থানীয় মানুষের অভিমত। মূলত এই মেলা একদিনের হলেও চলে সাতদিনব্যাপী। এই মেলায় আসা দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় দেখভালের জন্য মেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। বিভন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও এতে শামিল হয়। হরিচাঁদ–গুরুচাঁদ ও অতুলপাগল, সম্প্রদায়ের প্রধান সূর্য পাগল ও মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক জানালেন, তাঁরা মেলার সময় প্রতিবছর নরনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করেন।

পতনের কোলে অশনি সঙ্কেত দোলে

এবছর অস্থির থাকতে পারে আর্থিক–বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

শেয়ার বাজারের নিরিখে আর পাঁচটা সপ্তাহের মতোই গত জানুয়ারির পাঁচ তারিখ পথ চলা শুরু করেছিল নিফটি এবং

সেনসেক্স। এমনকী বন্ধের একেবারে আগে বাজার এমন ইঙ্গিতও দিয়েছিল যে সব ঠিকঠাক আছে। মানে নিফটি আট হাজার চারশোর ঘর ছাপিয়ে বন্ধ দিতেও চেয়েছিল। কিন্তু কোথা থেকে উদয় হল অশনি সঙ্কেত। এবারের সঙ্কট চালু হল ফের আমেরিকা থেকেই।

মানে সোমবার রাতে ক্রুড অয়েলের দামে ব্যাপক পতন হঠাৎ করেই ফেলে দেয় আমেরিকার সূচক ত্রয়ী ন্যাসড্যাক, ডাওজোন্স এবং স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর বা এস অ্যান্ড পি–কে। যার নিট ফলানুযায়ী ভারতের বাজার মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) খোলে অনেকটাই নিচে। তবে এমন কিছু নিচে ছিল না বাজারের অবস্থান যাতে ঘাবড়ে যেতে হয়। গণ্ডগোল শুরু হল বাজার ক্রমশ রসাতলে তলিয়ে যেতে থাকায়। সারা বিশ্বেই এই সব খবরে পতন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ভারতের মতো এত করুণভাবে কোনও বাজারকে ধসে যেতে হয়নি। অত খারাপের মধ্যেও চিনের বাজার মানে সাংহাইয়ের ইনডেক্স যথেষ্ট ইতিবাচক ভাবে বন্ধ হয়েছিল। অথচ যে ভারতের অর্থনীতি নিয়ে এত গালগল্প করা হচ্ছিল তার দুটি ইনডেক্স নিফটির ২৫০ পয়েন্টের বেশি পড়া এবং সেনসেক্সের প্রায় সাড়ে আটশো পয়েন্ট পতন অত্যন্ত চিন্তার বিষয় হিসেবে দেখছেন আর্থিক বিশেষজ্ঞরা। যদিও ফের ডাওজোন্সের ঘুরে দাঁড়ানোর ওপর ভর করে গত বৃহস্পতিবার আবার চাঙ্গা হতে দেখা গিয়েছে ভারতীয় বাজারকে।

যার জের এক–দুদিন থাকলেও ফের মন্দার একটা কালো ছায়া তাড়া করছে আর্থিক বাজারগুলিকে। এর রেশ কতদিন থাকবে তা অবশ্য বলবে বাজারই। কারণ ভারতে আগামী দিনে বাজারের গতিবিধি কী হবে সেই দিকটার ব্যাপারে অনেকটাই সুলুকসন্ধান দেবে নরেন্দ্র মোদি–অরুণ জেটলির বাজেট। যেদিকে তাকিয়ে তামাম লগ্নিকারীরা। বাজার এখন পড়লে দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি খরিদারি চালাচ্ছে। কিন্তু আশঙ্কার ব্যাপার হল বৃহস্পতিবার বাজার বাড়লেও এফআইআই বা বিদেশি সংস্থা বেচেই যাচ্ছে ক্রমশ। এই দিকটা কিভাবে সামাল দেওয়া যাবে সেটাও বড় প্রশ্ন। আর্থিকভাবে সংস্কারের ব্যাপারে কেন্দ্র বদ্ধপরিকর ঠিকই। তবে শুধু ভাবনা থাকলে তো হবে না। তাকে রূপদান করাটাই বড় বিষয়। এ ব্যাপারে রাজ্যসভার কাঁটাই ভাবাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। কারণ জমি–বিল, পণ্য পরিষেবা বিল বা জিএসটি ইত্যাদি লোকসভাতে পাশ হলেও রাজ্যসভাতে বিরোধীদের বাধায় তা আটকে গিয়েছে।

এই দিকটা কেন্দ্রের কাছে পীড়াদায়ক। কারণ বিদেশি লগ্নিকারীরা ডায়লগে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা চান ফলেন পরিচয়। সেই দিকটা খেয়াল রেখে বাজেট নির্ণয় করতে হবে সরকারকে। একথা ঠিক বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের দামে যে পতন পরিলক্ষিত

অর্থনীতি

হয়েছে তা ভারতের মতো দেশের পক্ষে খুব ভালো। পাশাপাশি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এখানে এত সমস্যা নেই। তাও বিদেশিরা যদি এ দেশের বাজার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে বাজার আরো নিচে চলে আসতে পারে।

সেক্ষেত্রে নিফটি ৭৫০০ পর্যন্ত আসাটাও অস্বাভাবিক নয়। আবার শেয়ার বাজারে এমন অনেকে রয়েছেন যাদের মতে ভারতীয় বাজার খুব বেশি হলে ৭৮০০– ঘর ছুঁতে পারে। অপরদিকে বিশ্ব বাজার যদি ঠিকঠাক থাকে, গ্রিসের সমস্যা কমে, ক্রুড অয়েল একটু ছন্দ পায় তাহলে ফের ভারতীয় নিফটি ৯ হাজারের সীমানায় পৌঁছতে পারে।

আর সেনসেক্স ৩০ হাজারের ঘর অতিক্রম করে যেতে পারে অবলীলাক্রমে। ভারতের বাজারে যে অস্থিরতা দেখা গিয়েছে তা শুধু এখানে নয়, সারা বিশ্বেই চলছে। এই দোদুল্যমানতা সাধারণ লগ্নিকারীদের অসুবিধায় ফেলে বারংবার। অতীতে এই ধরণের পরিস্থিতিতে কিছু টিপস দিয়ে থাকেন বিশেষজ্ঞরা। সেই মতো কার্যকর হতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে আপনি বা আপনারা কী ধরণের শেয়ার বাছাই করছেন। মানে এইসব সংস্থা ফান্ডামেন্টালি কতটা শক্তিশালী। এইসময়ে ক্রুড অয়েল নিচে থাকায় কমোডিটিভুক্ত শেয়ারের দশা খুব খারাপ হয়েছে। তাও এর মধ্যে কিছু ভালো সংস্থাকে এর মধ্যে চিনে নিয়ে অল্প করে কেনা শুরু করতে হবে।

কারন নিয়মানুযায়ী কোনও পতন বেশিদিন স্থায়ীত্ব লাভ করে না। ফলে বাজারে কাঁচা তেলের দাম ফের ঘুরবেই। তখন এইসব শেয়ার কিন্তু আপনাদের যথেষ্ট পয়সা দেবে। এছাড়াও প্রতিটি পতনে নিয়ম করে ভালো ব্লু–চিপ ভুক্ত শেয়ার কিনে ফেলতে হবে অল্প অল্প করে। এতে খুব কম দিনেই সমৃদ্ধি পাওয়া যেতে পারে। বাজারে লগ্নির এরকম অনেক নিয়মাবলী রয়েছে। যা পালন করতে পারলে এই বাজার হয়তো আপনাদের সাফল্য এনে দেবে।

রাজ্য সরকারে ৩৯০ গ্র্যাজুয়েট

৩৯০ জন ইনস্পেক্টর, অফিসার ও ইনভেস্টিগেটর নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নিয়োগ হবে বিভিন্ন দপ্তরে। 'কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল রিক্রুটমেন্ট ২০১৪' পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন। একজাম কোড : CGL14.

পোস্ট কোড ২৫৫ : ইনস্পেক্টর, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার : শূন্যপদ ৩৩১টি (সাধারণ ১৭৫, সাধারণ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৪, সাধারণ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৩, সাধারণ সেরিব্রাল পালসি ৩, তফসিলি জাতি ৭৩, তফসিলি উপজাতি ২০, বি সি–এ ৩০, বি সি–বি ২৩)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক বা সমতুল। বাংলা লিখতে, বলতে ও পড়তে জানা চাই। নিয়োগ হবে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরে। **পোস্ট কোড ৪০৮ : মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার :** শূন্যপদ ১৩টি (সাধারণ ৫, সাধারণ–দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, বি সিএ প, বি সি–বি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অ্যানথ্রপলজি বা ইকনমিক্স অ্যান্ড

সোশিওলজিতে স্নাতক। আর্থ–সামাজিক সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কাজে কোনও সংগঠনের হয়ে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক। আদিবাসী ভাষা জানা থাকলে অগ্রাধিকার। নিয়োগ হবে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের অধীনস্থ কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে।

পোস্ট ১৯৪ : ফিশারি এক্সটেনশন অফিসার : শূন্যপদ ৪০টি (সাধারণ ১৪, সাধারণ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, সাধারণ ই সি ৮, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি জাতি–ই সি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, তফসিলি উপজাতি–ই সি ১, বি সি–এ ৩, বি সি এ ই সি ১, বি সি বি ২, বি সি বি ই সি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিশারি সায়েন্সে ৪ বছরের স্নাতক ডিগ্রি, মৎস্যচাষ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। বাংলা লিখতে ও পড়তে জানা চাই। নিয়োগ হবে ফিশারি দপ্তরে।

বয়স : ১–১–২০১৪ তারিখে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৫ ও বি সিরা ৩ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিময়ানুসারে ছাড় পাবেন। **বেতনক্রম :** ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৯০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে ওয়েবসাইটে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbssc.gov.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে।

অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জানুয়ারি। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো ও

কাজের খবর

সই আপলোড করতে হবে। ফি বাবদ দিতে হবে ২২০ টাকা (একজামিনেশন ফি ২০০, প্রসেসিং ফি ২০)। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রসেসিং ফি বাবদ ২০ টাকা দিতে হবে। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে অনলাইনে ফি জমা দিতে হবে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ৫ টাকা দিতে হবে। যথাযথভাবে অনলাইন দরখাস্ত পূরণ করে submit করুন। সাবমিটের পরে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে।

খুঁটি নাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সেনাবাহিনীতে অফিসার নিয়োগ

এন সি সি–র 'সি' সার্টিফিকেটধারীরা আবেদন করবেন ট্রেনিং দিয়ে ৫০ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা অফিসার নিয়োগ করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। এন সি সি স্পেশ্যাল এন্ট্রি স্কিমের ৩৮তম কোর্সে ট্রেনিং হবে। ট্রেনিং শুরু হবে ২০১৫ সালের অক্টোবরে। শর্ট সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ হবে। মহিলাদের অবিবাহিত হতে হবে। যুদ্ধে মৃত বা আহত সমরকর্মীদের ছেলেমেয়েদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ যে–কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা সমতুল। সেইসঙ্গে এনসিসি–র সিনিয়র ডিভিশন বা উইংয়ে কমপক্ষে দুটি শিক্ষাবর্ষের জন্য অংশ নিয়ে 'সি' সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অন্তত 'বি' গ্রেড পেয়ে থাকা চাই। যুদ্ধে হতাহত সমরকর্মীদের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এন সি সি–র 'সি' সার্টিফিকেট না থাকলেও চলবে। ফাইনাল ইয়ারে পাঠরত যাঁরা, তাঁরাও আবেদন করতে পারেন, সেক্ষেত্রে প্রথম দুটি শিক্ষাবর্ষে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে এবং ট্রেনিংয়ে যোগদান করার আগে মার্কশিট দাখিল করতে হবে।

বয়স : ১৯ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হওয়া চাই ২–৭–১৯৯০ থেকে ১–৭–১৯৯৬–এর মধ্যে।

দৈহিক মাপজোক : ছেলেদের ক্ষেত্রে উচ্চতা অন্তত ১৫৭.৫ সেমি, ওজন উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি। ওজন অন্তত ৪২ কেজি।

দৃষ্টিশক্তি : দূরের ক্ষেত্রে (সংশোধিত) ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/১৮। মালোপিয়া থাকলে তা যেন অ্যাস্টিগম্যাটিজম–সহ মাইনাস ৩.৫০ (মেয়েদের ক্ষেত্রে মাইনাস ৫.৫০)–এর মধ্যে হয়। দৃষ্টিশক্তি সংশোধনের জন্য রেডিয়াল কেরাটোটোমি করিয়ে থাকলে আবেদন করবেন না। নীরোগ দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য থাকা চাই।

দরখাস্তের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড (এস এস বি)–এর ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে। সেখানে প্রথমে স্ক্রিনিং টেস্ট হবে। এতে সফল হতে না পারলে সেদিনই ফেরত পাঠানো হবে। স্ক্রিনিং টেস্টে সফল প্রার্থীদের গ্রুপ টেস্ট, সাইকোলজিক্যাল টেস্ট ও ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। এতে সফল প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে শূন্যপদ অনুযায়ী, মেধাতালিকার ওপরের দিক থেকে। পরীক্ষা চলবে ৫ দিন ধরে। বিনা খরচে থাকা–খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের ৪৯ সপ্তাহের ট্রেনিং দেওয়া হবে চেন্নাইয়ের অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে। সন্তোষজনকভাবে ট্রেনিং শেষ করলে নিয়োগ হবে লেফটেন্যান্ট র‍্যাঙ্কে। ৬ মাসের প্রবেশন।

ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড বাবদ পাবেন মাসে ২১,০০০ টাকা। ট্রেনিং শেষে বেতনক্রম : ১৫,৬০০–৩৯,১০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। মিলিটারি সার্ভিস পে ৬,০০০ টাকা।

দরখাস্ত করবেন এ–ফোর মাপের সাদা কাগজে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.joinindianarmy.nic.in পূরণ করবেন যথাযথ ভাবে।

ডাক মারফত দরখাস্ত জমা দিতে হবে যে এনসিসি ইউনিট থেকে 'সি' সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে সেই ইউনিটে। এই এনসিসি ইউনিটগুলি দরখাস্ত পাঠিয়ে দেবেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ডিডিজি, এনসিসি–র দপ্তরে। এখানে দরখাস্তগুলি ভেরিফাই করে পাঠানো হবে রিক্রুটিং ডিরেক্টরেট (আর টি জি ডি টি ই)–এর দপ্তরে। সংশ্লিষ্ট এন সি সি ব্রাঞ্চে দরখাস্ত পৌঁছানো চাই ২৭ জানুয়ারির মধ্যে। যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দরখাস্ত সরাসরি জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় : Dte Gen of Recruiting/Rtg–A, NCC Entry, AG's Branch, IHQ of MoD (Army) West Block–III, R K Puram, New Delhi 110 066.

তথ্যের জন্য প্রয়োজন দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : (০১১)২৬১৭ ৩২১৫। খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

◆ এখনকার তোলা ও গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে প্রত্যায়িত করানো এককপি পাসপোর্ট মাপের ফটো। দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় ফটোটি সেঁটে দিতে হবে।

◆ বয়সের প্রমাণ হিসেবে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল।

◆ গ্র্যাজুয়েশনের তিনটি বর্ষেরই মার্কশিটের প্রত্যায়িত নকল। সঙ্গে ডিগ্রি সার্টিফিকেট বা প্রভিশনাল সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল।

◆ এন সি সি 'সি' সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল।

◆ যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল।

স্বাস্থ্য সংস্থায় ৫৯৮

নার্স, জুনিয়র টেকনিশিয়ান, অপারেশন থিয়েটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ৫৯৮ জন নার্স, জুনিয়র টেকনিশিয়ান ও অপারেশন থিয়েটার অ্যাসিস্ট্যান্ট নেবে চণ্ডীগড়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ। নার্স (সিস্টার গ্রেড–টু) ও জুনিয়র টেকনিশিয়ান নিয়োগ হবে 'বি' গ্রুপে। অপারেশন থিয়েটার অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ হবে 'সি' গ্রুপে।

পোস্ট কোড এন ইউ আর/০০১। সিস্টার গ্রেড টু : শূন্যপদ ৪৬৮টি (সাধারণ ২৩২, তফসিলি জাতি ৭০, তফসিলি উপজাতি ৪১, ও বি সি ১২৫)। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** মাধ্যমিক। সঙ্গে জেনারেল নার্সিং ও মিডওয়াইফারির সার্টিফিকেট। নার্স ও মিডওয়াইফের 'এ' গ্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

পোস্ট কোড জেটিএল/০১৭। জুনিয়র টেকনিশিয়ান (ল্যাব) : শূন্যপদ ৭৮টি (সাধারণ ৩৩, তফসিলি জাতি ১৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ২৫)। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** বি এসসি। সঙ্গে মেডিক্যাল ল্যাব টেকনোলজির ডিপ্লোমা। অথবা মেডিক্যাল ল্যাব টেকনোলজির বিএসসি ডিগ্রি।

পোস্ট কোড জে টি এক্স আর/০১৪: জুনিয়র টেকনিশিয়ান (এক্স–রে) : শূন্যপদ ৩৩টি (সাধারণ ১৭, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৯)। শিক্ষাগত **যোগ্যতা :** মেডিকেল টেকনোলজি (এক্স–রে) বা মেডিকেল টেকনোলজি (রেডিওলজি) বা মেডিকেল টেকনোলজি (রেডিওডায়াগনোসিস) বা মেডিকেল টেকনোলজি (রেডিও ডায়াগনোসিস ও ইমেজিং টেকনোলজি)–এর বি এসসি ডিগ্রি।

পোস্ট পোড ও টি এ/০১৮ : অপারেশন থিয়েটার অ্যাসিস্ট্যান্ট : শূন্যপদ ১৯টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ২, ও বি সি ৪)। **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** বিএসসি মেডিকেল টেকনোলজি (অপারেশন থিয়েটার/অ্যানেস্থেশিয়া)।

বয়স : সবকটি পদের ক্ষেত্রেই ৭–১–২০১৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : সিস্টার গ্রেড–টু পদের ক্ষেত্রে ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। অপারেশন থিয়েটার অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৮০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য লিখিত পরীক্ষা হবে ১ ফেব্রুয়ারি। দেড় ঘন্টার লিখিত পরীক্ষায় মোট ৮৫টি অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। প্রতি প্রশ্নের মান ২। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্র ও পরীক্ষা–সংক্রান্ত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.pgimer.edu.in এই নিয়োগের নোটিফিকেশন নম্বর : PGI/RC/2014/0218.

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইট মাধ্যমে : www.pgimer.edu.in অনলাইন দরখাস্ত করতে বসার আগে নিজের একটি পাসপোর্ট মাপের ফটো জেপিজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করার পরে সেভ করবেন। ফাইল সাইজ ৩ কেবি থেকে ৫০০ কেবি–র মধ্যে হতে হবে। এটি অনলাইন দরখাস্তে আপলোড করতে হবে।

অনলাইন দরখাস্ত পূরণ করার পরে ফি–চালানের প্রিন্ট আউট নিতে হবে। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কোনও শাখায়, সংস্থার 'পাওয়ার জ্যোতি' অ্যাকাউন্ট নম্বরে।

অ্যাকাউন্ট নম্বরটি হল 32211613319. ফি ১,০০০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা)। ফি জমার পর ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া জার্নাল নম্বর বা চালান নম্বর অনলাইন দরখাস্তে আপলোড করতে হবে। খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : ০১৭২–২৭৫৫৫৮৭।

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

কুল্পী সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প কিছু সামগ্রী কিনবে। যোগ্য ও ইচ্ছুক ব্যক্তিরা তাদের দরপত্র ফর্ম আগামী ১২ই জানুয়ারি ২০১৫ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন অফিস থেকে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০১৫। বিস্তারিত তথ্য কুল্পী সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের অফিস থেকে সমস্ত কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

স্বাক্ষর

সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক

কুল্পী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

৫৭(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/০৯.০১.১৫

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১০ জানুয়ারি – ১৬ জানুয়ারি, ২০১৫

১) মেষ : সপ্তাহের শেষের দিকে মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে আশাপ্রদ ফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান এবং কর্মে উন্নতর যোগ রয়েছে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে প্রেম–প্রীতিতে শুভফল পাবেন।

২) বৃষ : ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। পূর্বের চিন্তাধারা অনুযায়ী কাজগুলিতে এখন হাত দিতে পারেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। পতি বা পত্নীর অসুস্থতার যোগ। শিরঃপীড়া ও ডানচোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ হতে পারে।

৩) মিথুন : নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। দায়িত্বশীল কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। সুনাম, যশ বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ভাগ্যের উন্নতির পথে শুভ লাভ।

৪) কর্কট : লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আপনার অগ্রসর বা উন্নতির পথে সহায়ক হবে। অর্শ বা আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। রক্তের চাপ বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

৫) সিংহ : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আপনার শিল্পীবোধ অন্যকে আকৃষ্ট করবে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। দৈব দুর্ঘটনার যোগ। আর্থিক বিষয়ে শুভ যোগ। তেজ বা ক্রোধ কমান।

৬) কন্যা : মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল রয়েছে। বন্ধুদের সাথে মনের কথা না বলাই ভালো। মাঝে মাঝে মানসিক শান্তির অভাব হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

৭) তুলা : প্রেম প্রীতিতে বাধা নেই। আর্থিক বিষয়ে ও শিক্ষায় শুভ ফলের যোগ রয়েছে কিন্তু প্রচুর চেষ্টা করতে হবে। সাবধানে চলাফেরা করবেন। শত্রুর দ্বারা ক্ষতি। পায়ে চোট লাগার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সম্মান বাড়বে। পিতার পক্ষে শুভ সময়।

৮) বৃশ্চিক : নিজের চেষ্টায় উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতা পাবেন ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ আছে। সঞ্চয়ে বাধা আছে। বেকারত্বের অবসান হবে। বাত বা বাতজাতীয় ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

৯) ধনু : শরীর নিয়ে সমস্যায় পড়বেন। নিজের চেষ্টায় অনেক অসাধ্য কাজ সফল করতে পারবেন। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে। সাবধানে থাকাই ভালো। আর্থিক বিষয়ে ভালো ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভালো ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

১০) মকর : অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। ধৈর্য ধরে থাকলে ব্যবসায় উন্নতি করতে পারবেন। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট। শারিরীক অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতি হবে।

১১) কুম্ভ : অযথা মাথা গরম করবেন না। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। ভাগ্যের উন্নতিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন। আয় ভাল হবে, চিন্তা করে কাজ করবেন।

১২) মীন : ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অর্থ উপার্জন হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। দায়িত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য পাবেন।

কবে কোন পরীক্ষা

ভারতীয় রেলের সেন্ট্রালাইজড এমপ্লয়মেন্ট নোটিস নম্বর ০১/২০১৪ অনুসারে মালদা আর আর বি–র আওতাধীন অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট পদের প্রার্থীদের অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের সূচির পরিবর্তন হয়েছে। পূর্ব–নির্ধারিত তারিখের বদলে নতুন সুচি অনুসারে অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট হবে। নীচে পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনুসারে পরিবর্তিত নতুন তারিখ বন্ধনীর মধ্যে জানানো হল। ৭ জানুয়ারি (৪ ফেব্রুয়ারি), ৮ জানুয়ারি (৫ ফেব্রুয়ারি), ৯ জানুয়ারি (৬ ফেব্রুয়ারি), ১৪ জানুয়ারি (১১ ফেব্রুয়ারি), ১৫ জানুয়ারি (১২ ফেব্রুয়ারি), ১৬ জানুয়ারি (১৩ ফেব্রুয়ারি)।

ম্লেচ্ছভূমিকে

পুণ্যতীর্থে রূপান্তর কপিলমুনির

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

আজ থেকে বহু হাজার বছর আগে, আনুমানিক

রসাতলকে রসের সাগরে পরিণত করেন সাংখ্য প্রবক্তা কপিল

ঋকবেদের রচনার পরে পরেই এক পরম জ্ঞানী সত্যাদর্শী ঋষি আর্যবর্ত ত্যাগ করে জম্বুদ্বীপীয় ভারতবর্ষ–এর পূর্বদিকে বঙ্গদ দেশে পদার্পণ করেন। তিনি হলেন দ্বৈতবাদী ও নিরীশ্বরবাদী দর্শনের প্রথম প্রবক্তা ''সাংখ্যকার'' স্মৃতিবাদী কপিলমুনি। সনাতন ধর্মের শাস্ত্রীয় রীতি অনুযায়ী উপনিষদের স্থান বেদের পরেই। তা সত্ত্বেও 'সাংখ্য'কে ভারতীয় উপমহাদেশের আদি দর্শনরূপে শাস্ত্রকারগণ মেনে চলেন। সেই অনুযায়ী এই গ্রন্থের প্রণেতা কপিলমুনিকে আদি বিদ্বান বলে মান্য করা হয়। এই প্রসঙ্গে স্বেতাশ্বতর উপনিষদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যায় :

''ঋষিং প্রসূতং কপিলং মস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানবত্ত পশ্যেৎ।।''

—''যিনি প্রসূত কপিল ঋষিকে প্রথমে জ্ঞান দ্বারা পোষণ করেন''—মানে, যিনি অর্থাৎ পরমেশ্বর অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে জায়মান এবং স্থিতিকলে প্রসূত কপিল ঋষিকে জ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করেছিলেন তাঁকে দেখব—ইত্যাদি। বাল্মীকি যেমন আদি কবি, কপিলও তেমনি আদি বিদ্বান্। আমরা যে নিত্যতর্পণ করে থাকি তাতে দেখি :

''সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ
কপিলশ্চাসুরিশ্চেব বোঢু পঞ্চশিখস্তথা।''

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কথিত বাঙালি হিন্দুর নিত্যতর্পণে উল্লিখিত সাংখ্যাচার্যরা হলেন—সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ় ও পঞ্চশিখ। সাংখ্যকারিকাতেও আসুরি ও পঞ্চশিখের কথা পাই :

''এত্যৎ পবিত্রমগ্র্যায় মুনিরাসুরয়েহনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম।''

সাংখ্যাকারিকা ও মহাভারতের মতানুসারে আসুরিই কপিলের প্রধান শিষ্য, পঞ্চশিখ আসুরির শিষ্য। প্রাচীনতম এই সাংখ্য–দর্শনের রচয়িতা সম্পর্কে নানা মত থাকলেও প্রাচীন পুঁথিগত, সাংখ্য সম্বন্ধীয় বিভিন্ন গ্রন্থ ও অধিকাংশ গবেষকের মতে সাংখ্যের আদি রচয়িতারূপে কপিল মুনিই স্বীকৃত।

বায়ুপুরাণ মতে, মহর্ষি কপিল বেদের প্রামাণ্যতা অস্বীকার করায় আর্যাবর্ত থেকে বিতাড়িত হয়ে সাগরদ্বীপে আশ্রয় খুঁজেছিলেন। কপিলমুনির বাসস্থান ছিল পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ ''বঙ্গবগধচের দিগের'' দেশে। গঙ্গাসাগর যেতে গঙ্গার মোহনায় কপিলমুনির আশ্রম — কবতক্ষের ধারে তাঁর গ্রাম। কপিলাবস্তু কপিলমুনির বাস্তু। অশ্বঘোষ বলেছেন : ''গৌতম : কপিল নাম মুনিধর্ম্মভূতানাং বয়।''— তাঁরই বাস্তুতে কপিলাবাস্তু নগর।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রথম আর্য অভিবাসী হলেন কপিলমুনি

এ তথ্য ঐতিহাসিকভাবে সত্য হলে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রথম আর্য অভিবাসী হলেন কপিলমুনি। তিনি কি একাই এসেছিলেন? সম্ভবতঃ না। কারণ কোনও দার্শনিক মত আপনা–আপনি ব্যাপ্ত হতে পারে না। তার সম্প্রসারণের জন্য চাই পৃষ্ঠপোষক বা শিষ্যমণ্ডলী। এটাই স্বাভাবিক; সাংখ্যমতের কিছু অনুসারী ভক্ত শরণার্থী কপিলকে সঙ্গ দিতেই এসেছিলেন রামায়তন বর্ণিত এই ''রসাতলে''। অর্থাৎ মহর্ষি কপিলমুনি ও তাঁর ভক্তমণ্ডলী দিয়েই দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রথম আর্য অভিভাসনের প্রক্রিয়ার সূত্রপাত। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে কপিলাশ্রম পাতাল বা রসাতলে অবস্থিত বলে উল্লেখ করেছেন। মাৎস্য ও বায়ু পুরাণেও কপিলাক্রমের ওই একই অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। এই আশ্রমস্থল ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। মহাভারতের প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করে কলিঙ্গ বৈতরণীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন :

''স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায় সঙ্গমে নৃপঃ।
নদী শতানাং পথ্যানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম।।
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধারিপ।
ভাতৃভিঃ সহিত্যে বীরং কলিঙ্গান প্রতি ভারত।।''

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনও মুক্তবেণী গঙ্গার সাগরসঙ্গমে অবগাহন করে সমুদ্রতীর ধরে কলিঙ্গ নগরাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন।

কিন্তু এই বঙ্গদ বা বঙ্গদেশে তখন কারা বাস করত? আর্যরাই বা এই অংশের বসবাসকারীদের কি চোখে দেখত? এ প্রসঙ্গে মহাভারতের স্মরণাপন্ন হওয়া যাক। দ্বিতীয় পাণ্ডব মহাবীর ভীম দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে সমুদ্র সেন, চন্দ্র সেন, তাম্রলিপ্ত রাজ, কর্ব্বটাধিপতি প্রমুখ বঙ্গ এবং সুহ্মরাজাদের পরাজিত করার পর সাগরতীরে অবস্থানকারী ম্লেচ্ছদিকেরও পরাজিত করেন:

সমুদ্রসেনং নিজ্জিত্য চন্দ্র সেনং চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চরাজানাং কর্ব্বটাধিপতিং তথা।।
সুহ্মনামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসীনঃ
পূর্বান–ম্লেচ্ছগনাংশ্চেব বির্জিগ্যে ভরতর্ষভঃ।।''

(সভাপর্ব্বান্তর্গত দিগ্বিজয় পর্বাধ্যায়)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ''পূর্বান ম্লেচ্ছগণ'' কারা? গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংকলিত ''শব্দসার''–এ ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ সংস্কৃত–ভিন্ন ভাষাভাষী—অসভ্যজাতি—''কিরাত শবর পুলিন্দ যবনাদি''। ম্লেচ্ছদের সম্পর্কে ''মুদ্রারাক্ষসে'' আছে—''গোমাংসখাদকো মস্ত বিরুদ্ধং বহুভাষতে, সর্বাচারবিহীন শ্চ ম্লেচ্ছ ইত্য ভি ধীয়তে''। অর্থাৎ ম্লেচ্ছদেশ মানেই সদাচারহীন দেশ। কিরাত, শবর, পুলিন্দ, যবন সহ একাধিক কৌম নিয়ে তৈরি হয়েছিল ম্লেচ্ছ পরিচয়। বায়ু পুরাণেও ম্লেচ্ছ অর্থে আরো কয়েকটি কৌমের কথা উল্লিখিত আছে—যেমন, নাগ, রাক্ষস ও অসুর অন্যতম।

মহাভারতের প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করে কলিঙ্গ বৈতরণীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন

ত্রিপুরা রাজবংশের খাবি ও কের পুজক চন্তাই ও দেওড়াইগণ এখান থেকেই ত্রিপুরায় চলে গিয়েছেন বলে এমন মত প্রচলিত আছে। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নৌসাধনোদ্যতান' অধিবাসীদের সাহিত্যেই 'বাদা' অঞ্চলের দখলে মানুষের পরাক্রমতা সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়। দিগ্বিজয়ী মহারাজ রঘুও এই জনপদের আদিবাসীদের পরাস্ত করে জয়ের স্মৃতিস্বরূপ 'গঙ্গা–স্রোতহন্তরে' বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন।

আলোচ্য ভূখণ্ডে যে সমস্ত পুরাণকথিত রাজাদের বিজয়োল্লাস গ্রথিত তাঁরা প্রত্যেকেই আর্যবংশ সম্ভূত। তাঁদের নামগুলি পর্যন্ত সংস্কৃত শব্দ সঞ্জাত। বেদ–বর্জিত এই ম্লেচ্ছ দেশে তাঁরা নিতান্ত দায়ে না পড়লে আসতেন না। শুধু মাত্র যখন যজ্ঞের ঘোড়া হারিয়ে যেত, মৃগয়ার শখ হ'ত কিংবা দেশজয়ের বাসনা হ'ত তখনই তাঁরা এ ভূমিতে পদার্পণ করতেন। কথিত মত অনুযায়ী আর্য কূলোদ্ভব রাজারা এই ম্লেচ্ছ দেশে পা দেওয়ার ফলস্বরূপ কুল–পুরোহিতের নির্দেশে রাজকীয় ব্যয়বহুল যজ্ঞের দ্বারা শুদ্ধিকরণ করতেন। এর নাম ছিল ''পুনোষ্টম''।

আমরা জানি যে, প্রাকৃতিক কারণে দেশের উত্তর–পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলে উৎপাদনের পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক পার্থক্য ছিল। বৈদিক যুগে পূর্ব–ভারতে আর্যাবর্তের সঙ্গে কোনো সংযুক্ত–সম্পর্ক ছিল না। বলা যেতে পারে আর্যরা এ অঞ্চলের লোকেদের ঘৃণার চোখেই দেখত। 'দস্যু' বা 'পক্ষী' সম্বোধনে তাদের নীচ জাতীয় মানুষ বলে দূরত্ব বজায় রাখত। এ অঞ্চলের মানুষের মুখের কথ্য ভাষাকে ''বয়াংসি'' বা পাখির ডাক বলে কটূক্তি করত বলে জানা যায়।

বর্তমানে এই বঙ্গদ গঙ্গাসাগরের মুক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন তীর্থের পুণ্য অর্জন করতে। বিশেষ করে পৌষ–সংক্রান্তিতে মকরের স্নানে অংশ নেন সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে আগত দশ লক্ষাধিক মানুষ। সাম্প্রতিক বিগত দিনেও ওই পুণ্য স্নান ছিল প্রাকৃতিক কারণেই ভীষণ কঠিন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেই দুস্তর পারাবার আজ সহজসাধ্য হওয়ায় প্রতি বছর মানুষের ঢল উপচে পড়ছে— সেই ম্লেচ্ছ বঙ্গ বগধচেরদের সাগরসঙ্গম স্থলে পুণ্য অবগাহনের জন্য। রবি ঠাকুরের ভারততীর্থের ক্ষুদ্র সংস্করণ—এই মকরের গঙ্গাস্নান। প্রকৃত গুরুর মতো কপিলমুনি মুনিসত্তম কপিল

তোপকম্পিত কলেবরে নয়নবিকৃত করিয়া সেই মন্দবুদ্ধি
সগরসন্তানগণকে তেজোদ্বারা ভস্মীভূত করিলেন।''

(মহাভারত [২য় খণ্ড, বন পর্ব] , কালীপ্রসন্ন)

সাক্ষর, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৬; পৃঃ – ১৪৮

কেউ বলেন, ভস্মকারী বাসুদেব কপিলের সঙ্গে সাংখ্য–বক্তা এই কপিলের কোনো সম্পর্ক নেই। আর বাসুদেব–কপিল কাহিনী যে গল্পকথা সে সবিষয়ে যুক্তিবাদী মনে কোনও সন্দেহ থাকার কথা নয়। হয়তো কপিলও যে বৈদিক সংস্কৃতির একজন তা দেখানোর জন্যই তাঁর নাম এই কাহিনীতে জুড়ে দেওয়া। অক্ষয়কুমার দত্ত খুব সুন্দর বলেছেন :

''কপিল সু–প্রসিদ্ধ নাস্তিকবাদী হইলেও, স্বধর্ম পক্ষপাতী হিন্দুজাতির পূজ্য হইয়া রহিয়াছেন ইহা সামান্য কৌতুকের বিষয় নয়।''

—উপাসক, পৃঃ–১০

আজ যখন এই অশান্ত, হতাশাগ্রস্ত, বিচ্ছিন্নতাগ্রস্ত অন্ধ–সংস্কারাচ্ছন্ন ও নব্য আধুনিকতার জঞ্জালময় সমাজে আমরা খাবি

আজ পুণ্যস্নানে সামিল বিদেশীরাও

আজও জাগ্রত। এখানে একটি তর্কের অবতারণা করা যাক; সগরপুত্র ভস্মকারী বাসুদেব নামে এক কপিল সম্বন্ধে মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখ রয়েছে ঃ

''সাক্ষাত বাসুদেব স্বরূপ প্রভাবশালী

খাচ্ছি; তখন সাগর সঙ্গমের মহর্ষি কপিলমুনি 'জরা–মরা' লোক থেকে নির্ম্মোহ পরিনির্বাণ দিক–দিশারী :

''অজ্ঞান তিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতা যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ।।''

গঙ্গাসাগরে থাকছে সিভিল ডিফেন্সের পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : অন্যান্য বারের মতো এবারেও তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষা দিতে সাগরমেলায় আসা যাওয়ার বিভিন্ন পয়েন্টে থাকছেন সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবক থেকে আধিকারিকরা। লট–৮, নামখানা, চেমাগুড়ি, কচুবেড়িয়া এবং সাগরমেলার মূল তটে স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি যে কোনও দুর্ঘটনা সামাল দিতে নামানো হচ্ছে বিপুল সংখ্যায় স্পিড বোট এবং কুইক রেসপন্স টিম। বিভিন্ন ঘাটেও তীর্থযাত্রীদের ওঠানামা সুগম করতে উপস্থিত থাকবেন এই সব স্বেচ্ছাসেবকরা। বিভিন্ন পয়েন্টের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য থাকছে সিভিল ডিফেন্সের 'আর টি' পরিষেবা। এর সঙ্গে সিভিল ডিফেন্সের পক্ষ থেকে রাখা হচ্ছে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও। ছোটো খাটো দুর্ঘটনার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক এবং আধিকারিকরা দিন রাত সক্রিয় থাকবেন।

মেলা অফিসের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগরদ্বীপ : গত ৬ জানুয়ারি সাগরমেলায় আনুষ্ঠানিক ভাবে জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতরের মেলা অফিস উদ্বোধন করলেন ডিভিশনাল কমিশনার রিনা ভেঙ্কটরমন। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শান্তনু বসু, এস পি প্রবীন ত্রিপাঠি, সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা, জনস্বাস্থ্য দফতরের প্রধান বাস্তুকারবিদ বাপ্পা সরকার প্রমুখ। প্রসঙ্গত সাগরমেলায় সিংহভাগ কাজ করে থাকে জনস্বাস্থ্য দফতর। মেলায় পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্যানিটেশন, অগ্নিনির্বাপণ সংক্রান্ত ব্যবস্থার মূল দায়িত্বে থাকে জনস্বাস্থ্য দফতর। এই মেলা অফিস থেকেই সমস্ত কাজ মনিটার করা হবে।

জঙ্গি নাশকতা রুখতে জেলা পুলিশ ড্রোনের সাহায্য নিচ্ছে

সাগরমেলার আনুমানিক বাজেট ৪৫ কোটি

কুনাল মালিক, আলিপুর: এবছর গঙ্গাসাগর মেলার আনুমানিক বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। এই সংবাদ জানান দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক শান্তনু বসু। গত ৫ জানুয়ারি আলিপুরে গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন হয়েছিল। যেখানে জেলাশাসকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ, পুলিশ সুপার প্রবীন ত্রিপাঠী প্রমুখ আধিকারিক বৃন্দ। এবছর মেলায় পরিবহন ভাড়া অপরিবর্তিত থাকছে। ২০০ তীর্থযাত্রী শেড হচ্ছে। এই প্রথম মেলায় ২নং রাস্তায় একটি ফুড পার্ক হচ্ছে। যেটা পর্যটন দফতরের অর্থানুকুল্যে করা হয়েছে। ৫৩টি এনজিও থাকছে যারা মেলায় তীর্থযাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসক পরিষেবা দেবে। মেলাপ্রাঙ্গণ ছাড়াও অস্থায়ীভাবে চেমাগুড়ি, কচুবেড়িয়া, লট নং–৮ এবং নারায়ণপুর হাসপাতাল করা হচ্ছে। ৫০ ইউনিট বিভিন্ন গ্রুপের রক্ত থাকছে রুদ্রনগর হাসপাতালে। ৬২টি অ্যাম্বুলেন্স এবং ৬টি ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স থাকছে। শিয়ালদহ থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত ১০ জোড়া বিশেষ ট্রেন থাকবে। লট নং ৮ থেকে যাত্রী পারাপারের জন্য ২৬টি ভেসেলস থাকবে। মেলার সময় অবাঞ্ছিত ভ্যান রিক্সা ও নৌকা চালানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। মেলায় আগত তীর্থযাত্রী, এনজিও ও অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারীদের জন্য দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর কারণে ৫ লক্ষ টাকার বিমার ব্যবস্থা থাকছে। যেকোনো ব্যাপারে খোঁজ খবরের জন্য একটি টোল ফ্রি নম্বর থাকছে, সেটি হল ১৮০০৩৪৫৩২২০

জেলার পুলিশ সুপার বলেন, বিএসএফ ও উপকূল রক্ষীবাহিনী ও নেভিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। বিশেষ উদ্ধার কাজের জন্য হেলিকপ্টারেরও ব্যবস্থা থাকছে। আকাশ পথে নজরদারী চালানোর জন্য ড্রোনের সাহায্য নেওয়া হবে। এব্যাপারে জেলা পুলিশ কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। মেলার সময় পকেটমার ও দুষ্কৃতীদের সনাক্ত করতে বিগত কয়েকবছরের ধরা পড়া অপরাধীদের ছবি বিভিন্ন জায়গায় ডিসপ্লে করা হবে। কেন্দ্রীয়

মেলার সময় জঙ্গি হানার মোকাবিলা করার জন্য সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ বছরে কুম্ভমেলা না থাকায় সাগরে পুণ্যার্থীর সংখ্যা বাড়বে বলেই ধারণা করছে সকলে। তাই বাড়তি পুলিশি ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জলপথে নজরদারীর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট ছিল জানুয়ারিতে ভারতে জঙ্গি হানার সম্ভাবনা আছে। সেই কথা মাথায় রেখে দেশের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় মেলায় তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, জেলা পুলিশ কোনরকম ফাঁক রাখতে চায় না।

গঙ্গাসাগরের ইতিহাসে প্রথম পাকা আখড়া নাগা সাধুদের

মেহেবুব গাজি, ডায়মন্ড হারবার : গঙ্গাসাগর মেলার ইতিহাসে এই প্রথমবার নাগা সাধুদের জন্য তৈরি হয়েছে পাকা কাঠামো। কপিলমুনি মন্দিরের পাশে ও পেছনে ৩৬টি আখড়া তৈরি হয়েছে। বেশিরভাগ আখড়ার কাজ শেষ হলেও কয়েকটি আখড়ায় বালি, সিমেন্ট নিয়ে কাজ করতে দেখা গেল নাগাবাবা দয়ানন্দ ও নাগাবাবা দেবগিরিকে। দু'জনেই হৃষীকেশ থেকে এসেছেন। প্রতিবছর আসেন। তবে প্রতিবার মাটি, বাঁশ, খড় ও হোগলার তৈরি আখড়াতে ডেরা বাঁধেন নাগারা। এবার স্থানীয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আখড়াগুলো পাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতিটি আখড়া তৈরির জন্য নাগাদের থেকে ৩৫ হাজার টাকা নিয়েছে পঞ্চায়েত। আখড়া বানিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পঞ্চায়েতের। নাগাবাবা দয়ানন্দ জানালেন, আমাদের আখড়ার সব কাজ শেষ হয়নি। এদিকে পুণ্যার্থীরা আসতে শুরু করেছেন। তাই তড়িঘড়ি বানিয়ে নেওয়ার জন্য নিজেরাই হাত লাগিয়েছি। সুপ্রাচীন এই মেলায় দীর্ঘদিন ধরে নাগাদের আখড়া বানিয়ে দেন স্থানীয় বাসিন্দা দানিশ সেখ। দানিশ বৃদ্ধ হওয়ার পর তাঁর পরের প্রজন্ম এই কাজ করে আসছিলেন। কিন্তু এবার মাটি, খড়, হোগলার বদলে একদম পাকা ব্যবস্থা। মেলার পরও থেকে যাবে এই আখড়াগুলো। মূলত দীপাবলির পর থেকে শতাধিক নাগাসাধু চলে আসেন সাগরে। তারপর সংক্রান্তির পুন্যস্নান শেষ হওয়ার বেশ কিছুদিন পর নিজেদের ডেরায় ফিরে যেতেন। এবার পাকা আখড়া তৈরির পর কি পাকাপাকি থেকে যাবেন নাগারা? দয়ানন্দ, দেবগিরিরা জানালেন, আরে না না। আগের মতো আসব, যাব। সারাবছর এগুলির দেখভাল করবে পঞ্চায়েত। আসলে এখন মাটি, খড়, হোগলা আগের মতো পাওয়া যায় না। তাই এই ব্যবস্থা করেছে পঞ্চায়েত। তবে সব নাগা পাকা আখড়া পায়নি। এখনও জনা কুড়ি নাগা আগের মতো মাটি লেপা আখড়াতেই থাকছেন। নাগাদের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ইতিমধ্যে

চলে এসেছেন সাধু সন্তদের দল। মেলার কদিন একটু বাড়তি উপার্জনের লক্ষ্যে প্রতিবার চলে আসেন এরা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ১০ জানুয়ারি – ১৬ জানুয়ারি, ২০১৫

ঐতিহ্য ধ্বংস করে গঙ্গা সংস্কার অন্যায়

ভারতের ধর্মপ্রাণ মানুষের বিচিত্র ধারা আজ বাংলার দক্ষিণপ্রান্তের দ্বীপভূমি সাগরতীর্থের পথে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সমৃদ্ধ করেছে ভারতের সংস্কৃতিকে। গঙ্গোত্রীর যে বিপুল জলরাশি ভারত ভূখণ্ডকে, ভারত সভ্যতাকে পুষ্ট করেছে লালন পালন করেছে আজ উন্নয়নের আড়ালে স্রেফ মুনাফা লাভের হিংস্র থাবায় গঙ্গানদীর দূষণ মাত্রা বেড়ে চলেছে। দু'বছর আগে কেদারনাথে যে বিপর্যয় ঘটেছিল অবৈধ নির্মাণের জেরে আগামীতে আরও বড় বিপর্যয় আসতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান। এক তরুণ সন্ন্যাসী গঙ্গানদীর গতিপথে অবৈধ নির্মাণের প্রতিবাদে আমরণ অনশনে বসে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। গণমাধ্যম কিংবা শাসক কারুরই বিবেকের দরজায় সে বার্তা কোন আঘাত দেয় নি। তাই কলকারখানার অজস্র বর্জ্য প্রতিনিয়ত গঙ্গার জলে মিশে যাচ্ছে। নানা রোগ ব্যধি এবং রাসায়নিক দ্রব্য পবিত্র গঙ্গাজলের সঙ্গে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সারাবছর গঙ্গার জলে শিল্পাঞ্চল শহরাঞ্চলেও অপরিশ্রুত দূষিত পদার্থ মিশলেও দেখা গিয়েছে পুজোপার্বনের সময় গঙ্গাদূষণ রোধে প্রশাসনিক তৎপরতা। দেবী প্রতিমা নিরঞ্জন কিংবা পুজোর ফুল বেল পাতা গঙ্গায় বিসর্জনে যার যতো আপত্তি। গঙ্গার দুপাড়ে অজস্র শিবমন্দির, জগন্নাথ মন্দির, বিষ্ণু মন্দির বহু প্রাচীন কাল থেকে আছে। রয়েছে সুপ্রাচীন বহু ঐতিহ্যবাহী ঘাট। অথচ গঙ্গা সংস্কারের মতো সব শাসকের আমলেই গঙ্গাপাড়ের দুই তীরের অবস্থা করুণ। কোথাও কোথাও গঙ্গা ভাঙন রুখতে যে দুর্বল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা ভাঙন গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি আজীবন মনে রাখবে। সঠিক বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে গঙ্গা ভাঙন আর প্রাচীন ঘাটের ধ্বংস হয়ে যাওয়া এখন প্রতি বছরের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাসে মাসে জনপ্রতিনিধিদের অর্থে গঙ্গার সৌন্দর্যায়নের আঞ্চলিক উন্নয়ন ঘটলেও সার্বিক গঙ্গার ঐতিহ্য রক্ষায় সার্বিকভাবে যত্নবান হওয়ার মতো কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ বা রূপায়ণ হয়নি। কালীঘাটের আদিগঙ্গার পাড় বাধানোর পর অবস্থা আরও সঙ্গীন। কালীঘাটে অজস্র পুণ্যার্থী বিভিন্ন সময়ে গঙ্গায় আসেন তখন কালীঘাটের মত ঐতিহ্যবাহী স্থানের ঘাটগুলির ভাঙাচোরা অবস্থা প্রকট হয়ে যায়। কালীঘাট ব্রিজ থেকে কয়েকগজ দূরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিবাস, সেই অঞ্চল যথার্থভাবে সাজানো হলেও রাজরাজেশ্বর ও কাশীশ্বর মন্দির এবং মন্দির সংলগ্ন ঘাট জীর্ণ এবং বর্জ্য পদার্থে পূর্ণ।

যুগ যুগ ধরে গঙ্গার পবিত্র জোয়ারভাটার মাধ্যমে পুজোর বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী গঙ্গায় নিবেদিত হয়েছে। কারণ ওগুলি জলজ প্রাণীদের পক্ষে উপকারি অথচ এখন দুর্গা প্রতিমার ফুলবেলপাতা কলাবৌ অর্থাৎ দেবতাদের স্থান হয় ধাপার মাঠে। দীর্ঘলালিত ঐতিহ্য 'দূষণের' অজুহাতে তা আটকে দেওয়া ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সঙ্গে হবে তীব্র অন্যায়।

অমৃত কথা

৪১৯ উঁচুতে উঠলে সবই এক সমান দেখায়। ঈশ্বর পেলে ভালো–মন্দ আর থাকে না।

৪২০ পাহাড়ে উঠতে গেলে তার তলায় বড় বড় শাল গাছ ও ছোট ছোট ঘাস দেখে মনে হয়, ঘাস কি ছোট, শাল গাছ কত বড়। পরে পাহাড়ের ওপরে উঠে দেখা যায় দুই–ই সমান হয়ে গিয়েছে। সেইরকম পার্থিব দৃষ্টিতে বাপ মা কত বড়, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি পড়লে সকলেই সমান হয়ে যায়; তখন তাঁর সেবাই কর্তব্য হয়।

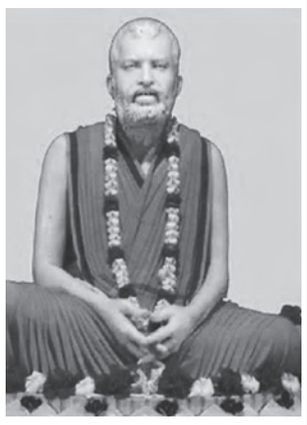

৪২১ বাছুর 'হাম মা হাম মা' করে (অর্থাৎ 'হাম হাম অহং অহং' করে) পরে মরে গেলে ঢাকের চামড়া হয় এবং ব্যক্তি বিশেষের হাতে পড়ে তার নাড়ীতে তাঁত হয়। তাঁতে তুলো ধোনা হয় এবং তখন সে 'তুঁহু তুঁহু' করে (অর্থাৎ যখন অহঙ্কার থাকে, তখন আমি আমি করে আর অহঙ্কার নাশ হলে তুমি তুমি বলে।)

৪২২ আমি দু'রকম–কাঁচা আমি ও পাকা আমি। আমি অমুকের বেটা, আমার বাড়ি, আমার নাম অমুক, এসব কাঁচা আমি। ভগবানের কাছ থেকে যে আমি আসে সেই পাকা আমি। (অর্থাৎ আমি তাঁর ছেলে, এসব আমার কিছু নয়; এ দেহ আমার নয়–এই পাকা আমি।)

৪২৩ যে নিত্যতে পৌঁছে লীলা নিয়ে থাকে, আবার লীলা থেকে নিত্যে যেতে পারে, তারই পাকা জ্ঞান, পাকা ভক্তি।

৪২৪ এক সময়ে অর্জুনের মনে আমি বড় ভক্ত বলে অহঙ্কার হয়েছিল, তাই দেখে ভগবান সে অহঙ্কার চূর্ণ করবার জন্য তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যান, যেতে যেতে দেখতে পেলেন একটা ঘেসেড়া তলোয়ার বগলে করে শুকনো ঘাস ছিঁড়ছে। অর্জুন তাই দেখে কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর বগলে তলোয়ার কেন?' শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'জিজ্ঞেস কর।' অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করায় সে বললে, 'আমি তিনজনকে কাটবো বলে তলোয়ার রেখেছি।' অর্জুন বললেন, 'কাকে কাকে?' সে বললে, 'প্রহ্লাদ, অর্জুন ও দ্রৌপদীকে।' অর্জুন বললেন, 'কেন?' সে বললে যে, প্রহ্লাদ এমন পাষণ্ড যে এমন ননীর মতো ভগবানের শরীর তাঁকে কিনা কঠিন স্ফটিকের থামের ভেতর থেকে বের করলেন, আর দ্রৌপদী কিনা ভগবান খেতে বসেছিলেন সেই সময় ডেকে তাঁকে খেতে দেয়নি, আর অর্জুন তাঁকে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে আঠারো বার বকিয়েছিল ও রথের সারথি করেছিল। ভক্তির বহু ভাব, এ প্রেমের ভাব। অর্জুনের অহঙ্কার চূর্ণ হল।

ফেসবুক বার্তা

ইউরেশিয়ার বিরল প্রজাতির এই কাঠঠোকরাটি সম্প্রতি উড়ে এসেছিল ভারতের এক শহরে। সবচেয়ে দূর দেশ থেকে এই পরিযায়ী পাখিটি ভারতের মাটিতে পা রেখেছে। এও এক ধরনের রেকর্ড বলে মনে করা হচ্ছে।

বিবেকানন্দ একটি মেলবন্ধনকারী সেতুর নাম

সঞ্জয় ঘোষ

সেতুবন্ধন বলতে আমরা কী বুঝি? সেতু হল তাই যা দুটি ভিন্ন প্রান্তের মাঝে যে ব্যবধান থাকে, তাকে মুছে দিয়ে প্রান্ত দুটিকে একসূত্রে বেঁধে দেয়। তখন ব্যবধান আর ব্যবধান থাকে না, এক হয়ে মিলে মিশে যায়। একাকার হয়ে যায়। তৈরি হয়ে যায় একটি সরলরেখা।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এমনই এক সুদৃঢ় সেতু, এমনই একটি সরলরেখা। যিনি পূর্ব ও পশ্চিম তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে যে অত্যন্ত দুস্তর একটি ব্যবধান। সেটিকে অনন্তকালের জন্য অস্তিত্বহীন করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রাণপণ আন্তরিক প্রয়াসে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে স্পষ্ট সীমারেখাটি সেই প্রথম অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর জীবন তো মাত্র ২৯ বছরের, তবু তারই মধ্যে প্রায় পুরো একদশক ধরে তিনি এই চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। আসলে, তাঁর জন্ম ও পারিবারিক পরিধির মধ্যেই তিনি সমন্বয় চিন্তার বিশেষ ধারাটি উত্তরাাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তাঁর পিতৃদেব বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন তেমনই একজন সমন্বয় সাধক। সুতরাং তাঁর পুত্র নরেন্দ্রনাথ ওরফে বিশ্বজনের বিবেকানন্দ যে এই মত ও পথের অনুগামী হবেন, এ তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আর পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে এসে বিবেকানন্দের মধ্যে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের ও সেতু–বন্ধনের এই চিন্তাটি আরও বিকশিত হয়ে ওঠে। কারণ, ঠাকুর স্বয়ং ছিলেন বিশ্বমানবতার এক মূর্ত প্রতীক। যে বিশ্বমানবতা আক্ষরিক অর্থেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একসূত্রে গ্রথিত হওয়া ছাড়া কিছু নয়। তিনি জানতেন, পূর্ব–পশ্চিম এক হলে তবেই বিশ্বের মঙ্গল। তবেই মানুষের মুক্তি। নচেৎ, যে যাঁর মতো ছন্নছাড়া দুটি শক্তি, তাতে মানবাত্মার শান্তি ও কল্যাণের কোনও চিহ্ন নেই।

এই প্রসঙ্গে বলি, রামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দের পূর্বেও এমন এক ভারত–পথিক আবির্ভূত হয়েছিলেন, যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন; কিন্তু বলাবাহুল্য, সেই বিরাট ও কঠিন ব্রত পালনে তিনি সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। আমি রাজা রামমোহন রায়ের কথা বলছিলাম। তৎকালীন যুগের ও সমাজের নানান কুসংস্কার ও ব্যাধি নিবারণের প্রয়োজনে তিনি যেভাবে পাশ্চাত্যের সাহায্য নিয়েছিলেন, তার মধ্যেও নিহিত ছিল পশ্চিমকে দুহাত বাড়িয়ে আবাহন করে নেওয়ার চেষ্টা। তাঁর ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা এই চেষ্টারই একটি বিশেষ সোপান। একটি বিশেষ অনুষঙ্গ। তিনি এ–ও জানতেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার ও শিক্ষার আলো ছাড়া এদেশের সমাজ–ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন আসবে না। তাঁর এই চিন্তাধারার, তাঁর সহযাত্রী ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধুবর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বারকানাথ এই একই ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সভ্য। আর তার পরের পর্বে সভ্য–সদস্য হয়ে এলেন উনবিংশ শতাব্দীর আর এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এঁদের সবারই চিন্তাধারায় ছিল প্রাচ্য–পাশ্চাত্যের ঐক্য ও সেতু–বন্ধন। এমনকী বিদ্যাসাগরের পরম সুহৃদ ও একদা সাহায্যপ্রার্থী মাইকেল মধুসূদনের

কাব্য ও জীবনচর্চাতেও আমরা এক অভূতপূর্ব পূর্ব–পশ্চিম মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয় পাই।

তবে পূর্ব–পশ্চিমকে অনেক বড় করে মেলাতে চেয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর নিজস্ব পথ ও নিজস্ব দর্শনের বিভায় পূর্ব–পশ্চিমের মিলন চেয়েছিলেন। তাঁর নিজের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনেও আমরা দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির চর্চিত রূপ দেখতে পাই। দেখি একটা

> ''শিকাগো বক্তৃতার ভুবনজয়ী সাফল্যের আগেই তাঁর প্রাচ্য–প্রতীচ্য 'সেতু–বন্ধন' অভিযান শুরু হয়েছিল। অতিথিরূপে আমেরিকাবাসীর ঘরে ঘরে, পথে–প্রান্তরে তিনি ভারতের চিরন্তন আধ্যাত্মিক শক্তির সত্য–স্বরূপ তুলে ধরলেন।''

সঙ্গে সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। সবই সেই আলোয়।

কিন্তু তবুও তাঁর প্রতীচ্য দর্শন একটা সুনির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে সীমায়িত ছিল। তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ, তাঁর অনুজ–প্রতীম বিবেকানন্দ সেই সীমারেখা ঘুচিয়ে দিলেন চিরদিনের জন্য। এবং এই জন্যই তিনি একেবারে অনন্য।

শিকাগো বক্তৃতার ভুবনজয়ী সাফল্যের আগেই তাঁর প্রাচ্য–প্রতীচ্য 'সেতু–বন্ধন' অভিযান শুরু হয়েছিল। অতিথিরূপে আমেরিকাবাসীর ঘরে ঘরে, পথে–প্রান্তরে তিনি ভারতের চিরন্তন আধ্যাত্মিক শক্তির সত্য–স্বরূপ তুলে ধরলেন। নিত্য নিয়ত সেই কাজ চলছিল। তারপর শিকাগো বক্তৃতার পরবর্তী অধ্যায়কে তা গিয়ে পৌঁছল এক প্লাবনে। আমেরিকায় তাঁর জনপ্রিয়তা তখন গগন–স্পর্শী। ঝড়ের গতিতে তিনি তখন সে দেশের এক শহর থেকে অন্য শহরে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। তখন তিনি 'সাইক্লোনিক হিন্দু মংক' (Cyclonic Hindu Monk) তাঁর সেইসব বক্তৃতায় তিনি তুলে ধরছেন ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ও পরম্পরার ইতিহাস। ব্যাখ্যা করেছেন গীতা ও উপনিষদের এক একটি ভাষ্য। আর পাশ্চাত্য তাঁর প্রতিটি বাক্য প্রতিটি শব্দ। প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শ্লেষ, প্রতিটি সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম সমালোচনা বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় গিলছে। তিনি তাদের বলছেন ভারতবর্ষ তোমাদের অধ্যাত্মশিক্ষা দেবে, আর বিনিময়ে তোমরা ভারত তথা প্রাচ্যকে দেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশিক্ষা। এইভাবে হবে ভাবের আদান–প্রদান। এইভাবে হবে সমন্বয়।

স্বামীজি অত্যন্ত সচেতনভাবে একটি মজার অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতেন। তিনি ভারতবাসীর সামনে তাদের যথেচ্ছ নিন্দে–মন্দ–সমালোচনা–অশিক্ষা–কুশিক্ষার কথা বলে তাদের সঠিক পথে আনতে চেষ্টা করতেন অথচ, বিদেশে গিয়ে সেই ভারতীয়দেরই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন। আবার এইরকমভাবে বিদেশীদের সামনে। তাদের রীতিমতো তুলোধোনা করে এদেশে এসে তাদের গুণগান করতেন। এর ফল হত এই যে, তারা প্রত্যেকেই তাদের ভুলভ্রান্তি সীমাবদ্ধতা ধরতে ও বুঝতে পারত। আর একটা বিশেষ কথা। তিনি আজকের রাজনীতিকদের মতো কখনও কোথাও 'আমরা' আর 'ওরা' শব্দ ব্যবহার করেননি। সবাই ছিল তাঁর কাছে সমান। সব জাতি, সব গোষ্ঠী, সব ধর্ম—সকলে। ধনী–নির্ধন, নির্বিশেষে সবাই তাঁর ভাই। সবাই তাঁর বোন। নারী ও পুরুষ ভেদে। চিকাগো বক্তৃতায় তাই শুরু করেছিলেন 'আমার আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ।' এই হল সেতু–বন্ধন। মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ভালবাসায়, প্রীতিতে, বন্ধুত্বে সর্বোপরি শিষ্যত্বে বাঁধা পড়ে যেত।

তবে সে বন্ধন, সে ভালবাসা, সে শ্রদ্ধা ক্ষণস্থায়ী হত। লোক দেখানো হত, যদি না তাঁর প্রতিটি কথার অন্তরালে সত্যের জোর থাকত, তপস্যার জোর থাকত। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রাপ্ত শক্তি, তপস্যা আর সত্যের জোর ছিল বলেই ইউরোপ, আমেরিকা সহ সমগ্র বিশ্বে তিনি পেয়ে গেলেন এক স্থায়ী আসন। যে আসন থেকে কেউ কোনওদিন তাঁকে সরাতে পারবে না। কেউ অতিক্রমও করে যেতে পারবে না।

আজকের আধুনিক বিশ্ব বিবেকানন্দের এই সেতুবন্ধনের উপরেই পূর্ব–পশ্চিমের মিলনের পথ খুঁজে পেয়েছে। সেই পথই জগতের কাছে এক চির নতুন দিশা।

গণতন্ত্রের দুর্নীতি ভাইরাসে আক্রান্ত দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগ

পর্ব ৬

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের দুর্নীতির বেনোজল প্রতিরক্ষা বিভাগেও ঢুকে পড়েছে। স্বাধীনতার পর চিন–পাকিস্তানের সাথে একের পর এক যুদ্ধে দেশের বীর সেনানীরা প্রাণ দিয়েছে আর মুষ্টিমেয় নৌ, বায়ু এবং সামরিক সেনা অফিসাররা দেশরক্ষার নামে জাতীয় অর্থ নয়ছয় করছে। কিশোর বয়স থেকে জেনে এসেছি ভারতের সেনারা এবং সেনাবাহিনীর প্রধানরা আমাদের গর্ব, তাদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করাটা প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের কর্তব্য। কিন্তু কয়েক বছর আগে আমারই এক ছাত্রী এই বিশ্বাস ভেঙে দিল। উচ্চ পদস্থ সেনারা যেভাবে সরকারের অর্থ অপচয় এবং অধস্তন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেনাদের ওপর মানসিক অত্যাচার চালায় তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কলকাতার একটি সেনাবাহিনীর কোয়ার্টারে বাথরুম সংস্কারের জন্য যদি খরচ হয় ৫ হাজার টাকা, সংশ্লিষ্ট সেনা অফিসার তাঁর বিল করছে ৫০ হাজার টাকা। আর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেনাকে অফিসারের পারিবারিক পরিচর্যার কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ফোর্ট উইলিয়াম বা বারাকপুর সেনা কোয়ার্টারের অন্দরমহলে কান পাতলে এই অভিযোগ শোনা যাবে।

২০০০–২০১০ সালের মধ্যে ভারতের সামরিক নৌ–বিমান বাহিনীর সেনা অফিসারদের বিরুদ্ধে ঘুষ দুর্নীতি ছায়া যুদ্ধের নামে প্রতারণা, সরকারী সম্পত্তি পুনঃবিক্রিত সহ একাধিক অভিযোগ উঠে এসেছে। ২০১২–১৩ সালে প্রতিরক্ষা বাজেটে, ১.৯৩ লক্ষ কোটি টাকা ব্যায় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল। ২০১৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতা এসে দেশের ভূখণ্ড ও সার্বভৌমত্বকে বিদেশী আক্রমণ থেকে রক্ষা ও সীমান্তে নিরাপত্তার সাথে প্রতিরক্ষা বাজেটে ১২% খরচ বৃদ্ধি করে ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করা হয়। বাজেটে শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ অন্যান্য খাতে যে অর্থ খরচ হয় তার থেকে বেশি খরচ হয় প্রতিরক্ষা খাতে। আর এই প্রতিরক্ষা খাতে খরচাখরচ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এসেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশন্যাল তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছে ভারতে প্রতিরক্ষা খাতে যে অর্থ বরাদ্দ হয় প্রায় তার ৪০% অর্থ দুর্নীতির জন্য অপচয় হয়। তাদের হিসাব অনুযায়ী প্রতিবছর ২০ বিলিয়ান মার্কিন ডলার দেশ সুরক্ষার নামে লুঠ হয়। মন্ত্রী আমলা–সেনা অফিসার এবং দালাল চক্রের ঘুঘুর বাসা কে ভাঙবে?

জওহরলাল নেহেরুর সময় জিপ কেলেংকারি থেকে প্রতিরক্ষা দপ্তরের দুর্নীতির সূত্রপাত। পরবর্তীকালে প্রতিরক্ষা দপ্তরে দুর্নীতির ভারে স্বচ্ছ সেনাপ্রধানদের ভূমিকা চাপা পড়ে গিয়েছে। রাজীব গান্ধির প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে বোর্ফস কেলেংকারি আগেই আলোচনা করেছি। ৯–এর দশকে ব্যরাম মিসাইল কেলেংকারি নিয়ে সংসদ তোলপাড় হয়েছিল। সরকার বিপাকে পড়ে সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করায়। সিবিআই তার তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করে যে ইজরায়েল থেকে ১.১৫০ কোটি টাকা দামে মিসাইল কেনা হয়েছে সর্ব্বোচ্চ বেশি দামে। এই অস্ত্র দুর্নীতির সাথে দেশের সামরিক দফতরের অফিসার

আমলাদের সাথে অস্ত্র সরবরাহ সংস্থার গোপন 'ডিল' হয়েছে। যার ফলে দেশের অর্থ নয়ছয় হয়েছে। ২০০৯ সালে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডের ডাইরেক্টর জেনারেল সুদীপ্ত ঘোষকে সিবিআই গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ কালো তালিকাভুক্ত ২টি দেশি সংস্থা ৪টি বিদেশি সংস্থার কাছে ঘুষ নিয়ে নিম্নমানের সামরিক পণ্য সরবরাহ করা হয়। ২০১২ সালে মার্চ মাসে সেনা প্রধান ডিকে সিংহ অভিযোগ করেন, ৬০০টি নিম্নমানের যুদ্ধ জাহাজ কেনার জন্য ১৪ কোটি টাকা ঘুষ ২০০৭ সালে সেনা প্রধান নিয়েছিলেন। এমনকি চতুর্থশ্রেণীর সামরিক কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ঘুষের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। এই অভিযোগ নিয়ে বিরোধী দলগুলি সোচ্চার হলে সরকার সিবিআইকে দিয়ে অভিযোগের সত্যতার তদন্ত করায়। তদন্ত করতে গিয়ে লেফ্টেন্যান্ট জেনারেল জিতেন্দ্র সিংহের বাড়ি হানা দিয়ে ১.৭৬ কোটি টাকা উদ্ধার করে।

২০১২–১৩ সালে ভারতের প্রতিরক্ষা কাঠামোর আধুনিকীকরণের নামে বিদেশ থেকে রপ্তানি প্রক্রিয়া শুরু হয় তা সামরিক বাহিনীকে একপ্রকার দুর্নীতির সাথে আপোস করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়ে থাকে। অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরির আধুনিকীকরণ এবং ভারতীয় বায়ু সেনার জন্য ৫১০ মিলিয়ান মার্কিন ডলার খরচ করে ১২টি অগস্টা–ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার–১০১ কেনা নিয়ে সিবিআই তার তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে ব্রিটেনের হেলিকপ্টার সংস্থাটি সবরকম নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করেছে। প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে ভারতীয় বায়ু সেনা প্রধান এমপি ত্যাগী ও তাঁর তিন ভাই জুলি–ডোক্সা–সন্দীপ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ বাগোডিয়ার ভাই সতীশ বাগোডিয়া এবং ইতালির সংস্থা ফিনমেকানিকা ব্রিটিশ সংস্থা অগস্তা ওয়েস্টল্যান্ড এবং চন্ডিগড়ের সংস্থা আভিএস ইনফোটেক এবং এ্যারোমেট্রিক্সকে অভিযুক্ত করে। সাংসদের যৌথ কমিটির রিপোর্ট এবং ক্যাগের রিপোর্টে বিপুল অঙ্কের দুর্নীতির প্রমাণিত হওয়ায় ২০১৪ সালে সরকার পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয় এই চুক্তি বাতিল করতে। ৩৬০ কোটি টাকা ঘুষ হিসাবে হেলিকপ্টার কেনার জন্য দেওয়া হয়েছিল। এই দুর্নীতির সাথে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যুক্ত ছিল। হেলিকপ্টার কেনার নামে এই দুর্নীতি প্রমাণ করে দেয় দেশের রক্ষকরা কি বিশ্বাসঘাতক নয়?

ঘটনাটা আগেই তুলে ধরলে হয়ত পরম্পরা বজায় থাকত। কিন্তু এই ঘটনাটার সাথে শুধুমাত্র সামরিক অফিসারদের দুর্নীতি ঘুষ জুয়াচুরি যুক্ত নয়। তাদের স্বার্থপরতা নৃশংসতার দৃষ্টান্ত হিসাবে ২০০২ সালে কনট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের (ক্যাগ) রিপোর্ট উল্লেখ করেছে যে সিয়াচেন এবং সিকিমে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সেনারা লড়াই করতে পারে তার জন্য বিদেশি সংস্থার কাছ থেকে বুট কেনার অর্ডার দেওয়া হয়। নিম্নমানের এই বুট কেনার সঙ্গে বিপুল অর্থের গোপন ডিল যুক্ত ছিল। প্রচণ্ড তাপে এই বুট পড়ে লড়াই করতে গিয়ে ৩২৮ জন সেনা মারা যায়। সেনা প্রধানদের এই কলঙ্ক প্রমাণ করে সেনাদের সঙ্গে লড়াই–এর পাশাপাশি দুর্নীতির জন্য প্রাণ দিতে হল।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিরক্ষা খাতে বাজেটের বহর বেড়েছে। পাল্লা দিয়ে দুর্নীতি প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সরঞ্জাম কেনার নামে দুর্নীতি মহামারীর রূপ নিয়েছে। বিশেষ করে বোফর্স কেলেংকারি থেকে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়–সেনা ক্যাপটেন জেনারেলদের কাছে বিদেশি অস্ত্র সরবরাহ দালাল সংস্থাগুলির যোগসাজশে বিপুল অর্থের লেনদেন অবৈধ ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। প্রতিরক্ষা দপ্তরে দুর্নীতির সমস্যা বিদেশি সংস্থা অস্ত্রের যোগানদার কোম্পানিগুলি নয়। দেশীয় অস্ত্র শিল্প সংস্থাগুলি নিম্নমানের অস্ত্র উচ্চমূল্যে বিক্রি করছে। বিদেশি সংস্থার সাথে তাদের রফা হচ্ছে মাত্র। নিম্ন মানের অস্ত্র উচ্চ মূল্যে প্রতিরক্ষা দপ্তরে কেনার পশ্চাতে থাকে এক বিরাট দুর্নীতি চক্র। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ২৬% থেকে ৪৯ বিদেশী পুঁজি সরাসরি বিনিয়োগের উদ্যোগ যে নিতে চলেছে তা দুর্নীতির ভিমরুলের চাক ভাঙতে পারবে কিনা আশঙ্কা থেকে যায়। আন্তর্জাতিক স্তরে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে উদীয়মান শক্তি হিসাবে ভারত যে উঠে আসছে তার স্বার্থে প্রয়োজন প্রতিরক্ষার যথাযথ সংস্কার স্বচ্ছতা সর্বপরি অস্ত্র আমদানি নয়। অস্ত্র নির্মাণের স্বার্থে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আমদানী ও উদ্ভাবন। পারমাণবিক অস্ত্র–ক্ষেপনাস্ত্র নির্মাণে ভারত বিশ্বের যে কোন শক্তিধর রাষ্ট্রের সাথে প্রতিযোগিতায় সক্ষম। সামরিক বাহিনীর ওপরতলার কেষ্টবিষ্টুদের দুর্নীতি দূরীকরণ না হলে দেশের গণতন্ত্র শক্তিশালী হতে পারে না। নরেন্দ্র মোদির স্বচ্ছ ভারতের সাফাই অভিযান প্রতিরক্ষা দফতর থেকে শুরু হলেই ভালো হয়।

সুন্দরবনে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস উপেক্ষা করে আয়লাবাসীর ভিন রাজ্যে যাত্রা অব্যাহত

দুলাল মণ্ডল, গোসাবা : বাম আমলে সুন্দরবনের গোসাবায় যে উন্নয়ন হয়েছিল নতুন করে আর তেমন কোনও উন্নয়ন হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যাচার ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বেশ কয়েকটি অঞ্চলের মানুষ বিজেপিতে নাম লেখাচ্ছেন বাসন্তীর কয়েকটি জায়গায়। আরএসপি এবং তৃণমূল থেকেও বিজেপিতে যাওয়া শুরু হওয়ায় অত্যাচার চরমে উঠেছে। শাসক দলের হয়ে পুলিশ সন্ত্রাসে অংশগ্রহণ করছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ। এর ফলস্বরূপ বিজেপি বাসন্তীতে থানা ঘেরাও কর্মসূচি নিয়েছে। রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বে এলাকা ঘুরে গেছেন।

বহুলোক দলে ঢুকলেও বিজেপির সংগঠন গোসাবাতে এখনও দুর্বল। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে সেখানে গভীর দ্বন্দ্ব লেগে আছে। রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব এসে এখনও মেটাতে পারেননি। বামেদের আবস্থা এতটাই করুণ যে তারা কোণঠাসা বসে বসে ছবি দেখে। আর মার খাওয়া ছাড়া কোন গতি নেই। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ দিশেহারা ১০০ দিনের কাজ যারা পান। তারা ১০–১১ মাসের আগে টাকা পান না। বিরোধী দলের সাধারণ শ্রমজীবীরা উন্নয়ন প্রকল্পের ১০০ দিনের কাজ করবার অধিকার নেই। মাস খানেক আগে রাঙাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এ নিয়ে রক্ত ঝরেছে আরএসপির পঞ্চায়েত সদস্যা সহ অনেক মহিলার শাখা ভেঙে শাড়ি ছিড়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের দাঁত ভেঙেছে পুরুষরা, এমন পৈশাচিক ঘটনা যা মধ্যযুগের বর্বরতাকে হার মানায়। পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার। রাস্তার বেহাল দশা যার জেরে ঘন ঘন ছোট–খাট দুর্ঘটনা। বেআইনি, মদ ও অন্যান্য সব ব্যবসা মায় গ্যাসের কালোবাজারী থেকে ফায়দা পুলিশের।

যে ইঞ্জিন ভ্যানওয়ালা মানবিক কারণে দুর্ঘটনায় পড়ে থাকা মানুষকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছে তার গাড়ি আটক করে সর্বনিম্ন খাজনা পুলিশ নিয়েছে, এমন নজির রয়েছে। চর ভূমি দখলের অধিকার কেবল শাসক দলের পয়সাওয়ালার, বেকারের গরিবের অধিকার নেই। দুর্নীতি কাণ্ডের অভিযোগের কোন তদন্ত হয় না। কি একশ দিনের কাজে, কি পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টারের দুর্নীতিতে, বিদ্যালয়গুলিতে দুর্নীতির কোন তদন্তের আশা নেই এর। ব্যস্ত সবাই, ভীত সব আধিকারিকরা। গয়ংগচ্ছ অবস্থা তৈরি হচ্ছে। সুন্দরবনের অগণিত শ্রমজীবী, বনজীবী, মৎসজীবী, মৌলে, বাউলে, কৃষিজীবী, বিধবা কমলা মণ্ডলদের আর বিশ্বাস নেই পেটের জ্বালায়। জীবন–জীবিকার টানে মৃত্যুকে প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী করে আপন বিশ্বাসে কাজ করতে মিছিল সহকারে চলেছেন ভিন রাজ্যে।

কেউ সেখানে জীবন দিচ্ছেন কেউ বা মারণ রোগ নিয়ে ফিরছেন। এখানে থাকা মানে নিশ্চিত মৃত্যু। এখানে যা কিছু সব পাবেন শাসকদলের লোকেরা। তপশিলি জাতি, উপজাতি ও ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস সাধারণ গরিব মানুষের সন্তান ছোট ছোট ছেলে মেয়ে যারা গরিব তাদের জন্য জামাপ্যান্ট নেই। তাদের জন্য শুধুই মিড ডে মিল। ছোট বয়স থেকে তাদের মধ্যে বুনে দেওয়া হচ্ছে ভেদাভেদের বীজ। শিক্ষা ক্ষেত্রে এখন সব মাস্টার মশাই ও দিদিমনিরা ফেরিওয়ালা ছাড়া কিছুনা।

তাই বিদ্যালয়ে মনীষীদের জন্মদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বেশির ভাগই ছুটিতে কাটান। বাম আমল থেকে এ আমলে কর্মসংস্কৃতিতে ঘুন ধরেছে।

গোসাবায় খাদ্য দফতরের দীর্ঘ অনিয়মে ও হয়রানিতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ও বিডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা: প্রায় চারমাস ধরে গোসাবার ১৪টি অঞ্চলের মানুষ গোসাবা ব্লক অফিসের নিচতলায় যে খাদ্য দপ্তরটি আছে তাদের অনিয়মিত কার্যকলাপে ১৪টি অঞ্চলের মানুষের নতুন রেশন কার্ডের ব্যাপারে খাদ্য দফতরের কাজে অনিয়ম, গাফিলতি লোককে হয়রানি করা তাদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৯টি দ্বীপের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের এই মানুষগুলিকে যদি সারাদিনের জন্য ২০০ টাকা খরচ করে চারবার রেশন কার্ডের জন্য ঘুরতে হয় তাহলে যা হয় তাই। তারা গোসাবার বিডিও সুমন চক্রবর্তীকে অভিযোগ জানান।

এমন করে কেটে গেল চারমাস। শেষ পর্যন্ত বিডিও সুমন চক্রবর্তী ১২/১২/২০১৪ তাঁর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বলেন, তাহলে এই খাদ্য দফতর এখানে রাখার দরকার নেই। খাদ্য দফতরের দায়িত্বে যারা আছেন তাদের একজনকে ডেকে ভর্ৎসনা করেন এবং বলেন এরপর কারও কাছ থেকে কোন অভিযোগ যেন না আসে। আমাকে না জানিয়ে যখন তখন খাদ্য দফতর বন্ধ থাকবে এমন নোটিশ দেবেন না। বিভিন্ন অনিয়মে দুমাস অন্তর একজন করে ফুড ইন্সপেক্টর পরিবর্তন হচ্ছে। বিভিন্ন অছিলায় বন্ধ রাখা হচ্ছে দফতর। কয়েকটি এলাকায় আয়লার চালও পাচ্ছেন না উপভোক্তারা। রেশনে মাল কম দেওয়া হচ্ছে এমন অভিযোগ বারবার আসছে।

দিনে দুবার থামে ট্রেন, প্রতিবাদে যাত্রী অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মণ্ড হারবার : শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার নামখানা লাইনের মাধবনগর হল্ট স্টেশন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি মেনে ২০১৩ সালের ২৮ নভেম্বর থেকে ট্রেন থামা শুরু হয় এই স্টেশনে। কিন্তু সারা দিনে একটি আপ ও একটি ডাউন ট্রেন দাঁড়ায়। ফলে স্টেশন হয়েও কোন সুরাহা মেলেনি। এব্যাপারে স্থানীয় মাধবনগর রোড যাত্রী সমন্বয় কমিটি তৈরি করে আন্দোলনে নামেন স্থানীয়রা। সোমবার সকাল আটটা থেকে বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত একাধিক দাবি নিয়ে রেল

মাধবনগর স্টেশন

অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ফলে আপ ও ডাউনে ট্রেন আটকে পড়ে। প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ এদিন অবরোধে সামিল হন। অবরোধে কাকদ্বীপের

বাপুজি ও নেতাজি পঞ্চায়েতের চারটি স্কুলের পড়ুয়াও শিক্ষকরাও সামিল হন অবরোধে। বারুইপুর জি আর পি পুলিস আসে অবরোধ তুলতে। কিন্তু অবরোধ চলতে থাকে। পরে শিয়ালদা ডি আর এমের অফিস থেকে বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দেওয়ায় অবরোধ ওঠে। আন্দোলনকারীদের সংগঠনের কনভেনর তরুনকান্তি দাস বলেন, দীর্ঘ আন্দোলনের পর এই স্টেশনটি হয়। কিন্তু সারাদিনে মাত্র দুবার ট্রেন থামে। ফলে স্টেশন হওয়ার পরও কোনও সুরাহা হয়নি। আমাদের দাবি এই লাইনে চলাচলকারী সব ট্রেন স্টেশনে থামাতে হবে। এছাড়া স্টেশনে পানীয়জল, শৌচাগার, আলোকিছুইনেই।ডিআরএমের কাছে আমরা লিখিত আবেদনও করেছি। কিন্তু এখনও কোন সদুত্তর পাইনি। আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার জন্য অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। আমাদের দাবি না মিটলে ভবিষ্যতে দীর্ঘ আন্দোলনে যাব। অবরোধ প্রসঙ্গে শিয়ালদার ডি আর এম কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

নববধূ খুন, ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : বিয়ের ছয়মাসের মধ্যে এক বধূকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামী–সহ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। মৃত বধূ কাশীমন খাতুন (২০)। শুক্রবার বেলায় ঘটনাটি ঘটেছে কাকদ্বীপের দাসপাড়ায়। ঘটনায় বধূর স্বামী রাকীবুল শেখ ও শ্বশুর, শাশুড়িকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বধূর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দেহটি শনিবার ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, গত বছরের জুন মাসে কাকদ্বীপের তক্তিপুরের বাসিন্দা রাকীবুলের সঙ্গে পাথরপ্রতিমার দুর্বাচটির কাশীমনের বিয়ে হয়। রাকীবুল পেশায় রাজমিস্ত্রি। বিয়ের পর কাকদ্বীপের দাসপাড়ায় ভাড়া বাড়িতে চলে আসে নব দম্পতি। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে পণের দাবিতে কাশীমনের ওপর অত্যাচার চালাত স্বামী–সহ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। এর মধ্যে রাকীবুলের সঙ্গে অন্য একটি মেয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কাশীমন প্রতিবাদ করতেন। ইদানিং অশান্তি চরমে ওঠে। এদিন সকালে ভাড়াবাড়ির মালিক বধূর বাপের বাড়িতে ফোন করে মৃত্যু সংবাদ দেয়। বধূর বাবা খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন।

তৃণমূলের ধিক্কার মিছিল ডায়মন্ড হারবারে

শুভজিৎ দাস, ডায়মন্ড হারবার: গত রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের চন্ডীপুরে প্রকাশ্য জনসভায় মঞ্চে উঠে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় যুব সভাপতি ও ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের কনিষ্ঠ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চড় মারে এক যুবক। এই ঘটনার প্রতিবাদে গত সোমবার দুপুরে ডায়মন্ড হারবার তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ধিক্কার মিছিল করা হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার যুব সভাপতি অঞ্জন দাস ও ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক দীপক কুমার হালদার। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার পুরসভার চেয়ারপার্সন মীরা হালদার ও ডায়মন্ড হারবার পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড এর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা–নেত্রীরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার ফকিরচাঁদ কলেজের যুব তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক ছাত্র–ছাত্রীরা। ডায়মন্ড হারবার ১, ২ ও ৩ নং ব্লকের নেতা–নেত্রী তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মিছিল শুরু হয় কপাট হাট থেকে। মিছিলে পা মেলায় কয়েক হাজার মানুষ ও তৃণমূল কর্মীরা। মিছিলে হাঁটে ডায়মন্ড হারবার পঞ্চায়েত সমিতির কর্ম্যাধক্ষ মনমোহিনী বিশ্বাস। মিছিল থেকে বিজেপি ও সিপিএম–এর বিরুদ্ধে শ্লোগান তোলে তৃণমূলের কর্মীরা। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার চেয়ারপার্সন

মীরা হালদার বলেন, মাননীয় সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর বর্বরচিত হামলাকে আমরা তীব্র নিন্দা করি, এভাবে উন্নয়নের জোয়ারকে স্তব্ধ করা যাবেনা। মিছিল ডায়মন্ড হারবার শহর পরিক্রমা করে শেষ হয় ডায়মন্ড হারবারের প্রশাসন ভবনের কাছে। ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক দীপক কুমার হালদার বলেন অভিযুক্ত যুবককে শাস্তি দিতে হবে, আইন আইনের পথে চলবে।

মহানগরে

আর্সেনিক ঠেকাতে মউ স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার বর্তমান ৩৭তম মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে খন্ডন করে ৩৫তম মহানাগরিক বর্তমান রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, যাদবপুর ও লেকগার্ডেন্স সংলগ্ন এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সেজন্যই গত

যাদবপুর–লেকগার্ডেন্সে

৩০ ডিসেম্বর নব মহাকরণে রাজ্যসরকার, খড়্গপুর 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি' (আইআইটি), সুইডেনের কে টি এইচ রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ও ইউনাইটেড নেশনস্ অরগ্যানাইজেশনের ইউনিসেফে'র (ইউনাইটেড নেশনস্ চিলড্রেন্স ফান্ড) মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য একটি 'মউ' বা সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা অনুষ্ঠানে কলকাতা পুর এলাকাকে আর্সেনিক প্রবণ এলাকার কথা জানানো হয়। ২০২০–এর মধ্যে রাজ্যে আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য রাজ্য সরকার প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে। সম্প্রতি যাদবপুর (পুর ওয়ার্ড : ১০১–১১৪), লেকগার্ডেন্স–এর মতো এলাকার বিভিন্ন নলকূপে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। তাই আরও বেশি করে গবেষণা দরকার। সেজন্যই সুইডেন ও খড়্গপুর আইআইটি–র সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা হচ্ছে।

বিশবাঁও জলে জয় হিন্দে'র জল প্রকল্প

বরুণ মন্ডল, কলকাতা : গড়িয়া পূর্ব ও দক্ষিণ কলকাতার বর্তমান আনুমানিক সাতলক্ষ মানুষের পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে 'জওহরলাল নেহেরু ন্যাশনাল আরবান রিনিউয়্যাল মিশনে'র প্রকল্পে এই পরিস্রুত পানীয় জলোৎপাদন প্রকল্প তৈরি হয়েছে।

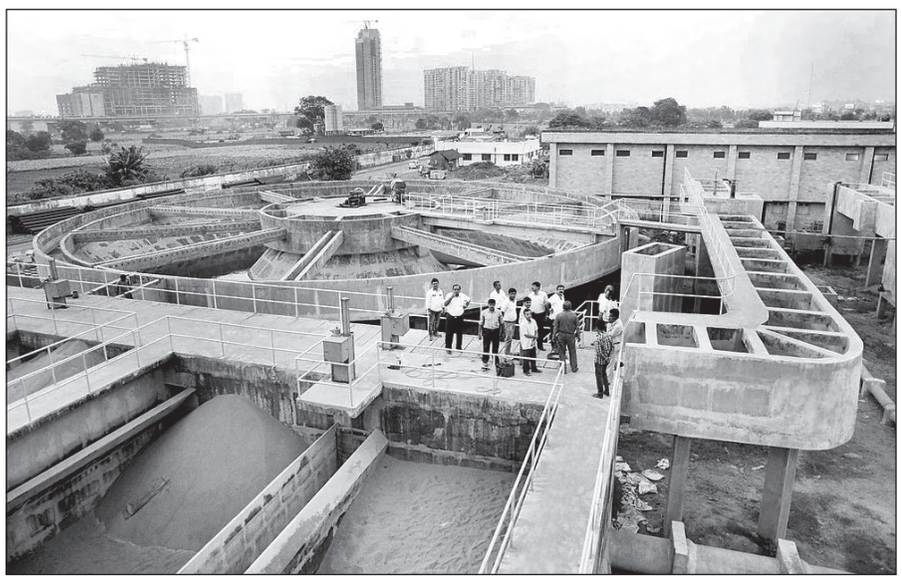

কিন্তু যে জন্য প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এত আয়োজন, সেজন্যই এখনও চালু না হওয়ায় চিন্তায় পড়েছেন পুর কর্তৃপক্ষরা। পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩০ মিলিয়ন গ্যালন (তিন কোটি গ্যালন) পরিস্রুত জলোৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন জয় হিন্দ জল প্রকল্প থেকে ডিসেম্বর জয় হিন্দ পরিস্রুত জলোৎপাদন প্রকল্পের (ধাপা জল শোধনাগার) উদ্বোধন হলেও পুরবাসীর পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে 'জওহরলাল নেহেরু ন্যাশনাল আরবান রিনিউয়্যাল মিশনে'র প্রকল্পে এই পরিস্রুত পানীয় জলোৎপাদন প্রকল্প তৈরি হয়েছে।

উদ্বোধন হলেও মিলছে না জল

আঠারো দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তার থেকে কিন্তু একফোঁটাও জল নগরবাসীও পেল না। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জল পাওয়ার জন্যে যে নিশ্চয়তা দেওয়া হয় তা অতিক্রান্ত। জল কবে পাওয়া যাবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ফলস্বরূপ, এপ্রিল–মে'র পুরভোটের আগে বেজায় দুশ্চিন্তায় পুরকর্তৃপক্ষ। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস সংলগ্ন বেলেঘাটা খাল থেকে পাটুলি–সম্পূর্ণরূপে ভূগর্ভস্থ জলের (১৩৪টি বৃহৎ নলকূপ) ওপর নির্ভরশীল। এদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা লাগোয়া এসব এলাকা আর্সেনিক প্রবণ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। অতীতের কথা ভেবে এসব এলাকায় পরিস্রুত জলের চাহিদা প্রবল। পুরসভার জল সরবরাহ দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল বিভাস মাইতি জানান আগামী জুন মাসের পূর্বে সব জায়গায় পুরোদমে জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। পাটুলি উত্তোলিত জলাধারের কাজ শেষ হতে আগামী ডিসেম্বর হয়ে যাবে। ধাপায় জল শোধনাগারের নির্মাণ কাজ শেষ হলেও অনেক জায়গায় এখনও উত্তোলিত জলাধার (ওভারহেড ট্যাঙ্ক) তৈরি হয়নি। ফলস্বরূপ, সে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জল দেওয়া যাবে না। আপাতত স্থির হয়েছে, কয়েকদিনের মধ্যে 'আনন্দপুর হেড ওয়ার্কসে'র কাজ শুরু হয়ে জল চালু করে দেওয়া হবে। জানুয়ারির শেষ ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে 'পাটুলি আংশিক ভূগর্ভস্থ জলাধারে'র জল সরবরাহের কাজ শুরু হবে আশা রাখি। কিছু সিভিল ও ইলেকট্রো–মেকানিক্যাল কাজ বাকি থাকায় 'মুকুন্দপুর হেড ওয়ার্কসে'র জল সরবরাহ জুন মাসের আগে চালু করা যাবে না।

এদিকে ততদিনে কলকাতা পৌর নির্বাচন চলে আসবে। আর সেটাই পুরকর্তাদের বেশি করে ভাবাচ্ছে। কারণ জয় হিন্দের জল সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে চালু করা না গেলেও বিরোধীরা ভোটের সময়ে সেটাকে প্রচারের হাতিয়ার করতে পারে। অন্যদিকে, জয়হিন্দের লক্ষ্য পূরণ না হওয়ায় শাসক দলের নেতাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ চওড়া হচ্ছে। এই সমস্ত ওয়ার্ডের তৃণমূল পুরপ্রতিনিধিরা গত পুরনির্বাচনের পূর্বে মানুষকে পরিস্রুত পানীয় জলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। লোকসভা ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি। এবার যদি না পারে তাহলে কপালে দুঃখ অবধারিত।

পুর আয়ে ঘাটতি, ট্রেড লাইসেন্সে আয় কমছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : যে খাতটি পুর আয়ের অন্যতম উৎস পুরসভার সেই খাতেই কাজে ঘাটতি। প্রপার্টি ট্যাক্স ও বিল্ডিং ট্যাক্সের পরেই ট্রেড লাইসেন্স থেকেই কলকাতা পুরসভার সবচেয়ে আয় হয়। অথচ ট্রেড লাইসেন্স থেকেই পুরসভার রাজস্ব আদায়ের ঘাটতি চলছে। ট্রেড লাইসেন্স রিনিউয়ালের হাল শোচনীয়। নয়া ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আবেদন পত্র জমা পড়ার সংখ্যাও তথৈবচ। সব মিলিয়ে বর্তমান যা পরিস্থিতি চলতি অর্থ বর্ষে ট্রেড লাইসেন্স থেকে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। পুরসূত্রে খবর এ মুহূর্তে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ট্রেড লাইসেন্স রিনিউয়াল হয়েছে। যা অন্য বছরের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ কম। পুর তথ্যানুযায়ী, বিগত ২০১৩–'১৪ অর্থবর্ষে ট্রেড লাইসেন্স থেকে পুর সভার আয় হয়েছিল প্রায় ৪৪.৯৫ কোটি টাকা। চলতি ২০১৪–'১৫ অর্থ বর্ষে এই খাতে আয় বাবদ ৫২.৫০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল চলতি অর্থবর্ষের বাজেট বিবৃতিতে । পুরসভার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের একাংশ এই পরিস্থিতির জন্য বর্তমান পুর–নীতিকেই দায়ী করেছেন। এরই সঙ্গে ওই আধিকারিকদের আরও প্রশ্ন, টলিউডের চলচিত্র প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতাকে রাসবিহারীর নিকটস্থ 'লেকমল' চুক্তির 'রেজিস্ট্রেশনে'র ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দিতে গিয়ে পুরসভার প্রায় ২৩ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। পুররাজস্বের যখন এই অবস্থা তখন ওই প্রযোজককে পুর রাজস্বে ছাড় দেওয়ার কোনও মানে হয় কী?

অন্যদিকে কলকাতার

ছোটো থেকে বড়ো সমস্ত শ্রেণির ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই বর্তমান পুরপরিস্থিতির জন্যই পুরসভাকেই দায়ী করেছেন। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, ট্রেড লাইসেন্স রিনিউয়্যালের জন্য পুরসভার তরফে যে 'ডিমান্ড নোটিশ' পাঠানো হয়, তা ব্যবসায়ীদের কাছে ঠিকমতো এসে পৌঁছচ্ছে না। অথচ সেজন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে 'লেট ফি' আদায় করা হচ্ছে। আর কলকাতার কোন্ ব্যবসায়ীরা ট্রেড লাইসেন্স রিনিউয়্যাল করছে না, পুরসভার কাছে তাদের সমস্ত তথ্যাবলী রয়েছে তারা যদি ব্যবসা চালিয়ে যায় তবে ট্রেড লাইসেন্স রিনিউয়ালের জন্য পুরসভা সময় মতো 'ডিমান্ড নোটিশ' পাঠাক। প্রসঙ্গত, গত অর্থবর্ষে ৫০,০০০ —এরও বেশি নয়া সংস্থাকে 'সার্টিফিকেট অব এনলিস্টমেন্ট' দেওয়া হয়। প্রতিবছরই ব্যবসায়ীদের নষ্ট করে এই শংসাপত্র নবীকরণ করতে হচ্ছে।

কোন রাশিতে জন্ম হলে কী হয় ও তার প্রতিকার

প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা রাশি থাকে। সেই রাশি কার কীরকম, রাশি অনুযায়ী ফলাফল, ব্যাখ্যা ইত্যাদি অনেক তথ্য সংগ্রহ করে এবং কিছু নিজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা নিচে বর্ণনা করা হল—

মেষরাশি

আপনার রাশিটি হলো রাশিচক্রের প্রথম রাশি। এই রাশির চিহ্ন হলো মেষ। এই রাশির জাতক-জাতিকাদের সারা বছরই দৈহিক ক্লেশদায়ক বলা যায়। এই রাশির অধিপতি গ্রহ হলেন মঙ্গল। তাই জাতক-জাতিকাদের ওপর মঙ্গলের প্রভাব বেশি পড়ে।

● **রাশি অধিপতি গ্রহ মঙ্গলের পরিচয় :** আপনার রাশির অধিপতি মঙ্গল হলেন পুরুষ এবং পাপ গ্রহ। দক্ষিণদিকের অধিপতি। মেষ রাশি তার নিজস্ব ঘর। এটি মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের প্রতাপ। প্রাণশক্তি, ধনরত্ন এবং দুর্ঘটনা প্রভৃতির ওপর কর্তৃত্ব করে। তেজ, সাহস, স্থিরতা, গাম্ভীর্য, মহানুভবতা, মেধাশক্তি, পুরুষাকার, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হলো মঙ্গলের শুভাব। অশান্তি, কুটিলতা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, সম্ভোগস্পৃহা, কদর্যতা, কপটতা প্রভৃতি এই গ্রহের অশুভ ভাব। ব্যবসা-খনিজ দ্রব্য, কল-কারখানা, রসায়ন দ্রব্য, খাদ্যদ্রব্য, কৃষিকাজ, তৈলজাত দ্রব্য প্রভৃতি। ব্যধি-অর্শ, আমাশয়, মাথার রোগ, বাত, বেদনা, চক্ষুরোগ, রক্তচাপ, গোপন ব্যধি, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি এই গ্রহের ব্যধি। প্রিয় মাস-বৈশাখ ও অগ্রহায়ণ। প্রিয় বার-মঙ্গলবার। প্রিয় সংখ্যা-৯। প্রিয় বর্ণ-লাল।

প্রিয় রত্ন-লাল প্রবাল। প্রিয় ধাতু-সোনা।

● **বৈশিষ্ট্য :** এই রাশিতে যাদের জন্ম তাদের উপর মঙ্গলের প্রভাব খুব বেশি থাকে। এরা রূঢ়ভাষী ও স্পষ্টবাদী হন। এরা পরিশ্রমী এবং কর্মপটু হন। মেষ পুরুষ লিঙ্গ এবং ক্ষত্রিয় জাতি ও অগ্নিতত্ত্ব প্রধান। এদের মাথা মজবুত ও দৈহিক শক্তিও প্রচুর থাকে। চোখ দুটি ঈষৎ পীতবর্ণ ও রক্তাভ হয়ে থাকে। দেহের গঠন মাঝামাঝি মুখমণ্ডল কিছুটা লম্বাটে হয়। জানু দুর্বল, পায়ের তলায় তিল বা কালো চিহ্ন থাকে। বগলের নীচে কালো বা লাল দাগ থাকতে পারে।

● **প্রকৃতি :** এরা ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক। মঙ্গলের প্রভাবে এরা ক্রোধী ও চঞ্চল প্রকৃতি হয়ে থাকেন। স্বভাবে খুব চঞ্চল। এরা সাহসী ও আত্মাভিমানী হয়ে থাকেন। মিথ্যাকথা বলা ও মিথ্যাবাদীকে সহ্যও করেন না। মিথ্যা বললে এরা রেগে যান। এরা চন্দ্র থেকে আত্মবিশ্বাস ও ধৈর্য্য, সূর্য্য থেকে তেজ, শুক্র থেকে চতুরতা ও মনোবল পান। ভাবপ্রবণতার জন্য অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। সব কাজে এগিয়ে যাওয়া এদের স্বভাব। চিন্তা ভাবনা না করেই কাজ করার জন্য ক্ষতি হয়। সব কাজে নেতৃত্ব করাই এদের প্রকৃতি। খেলা-ধূলা ও প্রতিযোগিতামূলক কাজে এদের ঝোঁক থাকে। জিদের বশে প্রায় অনেকেরই সঙ্গে মতানৈক্য হয়ে থাকে।

● **মানসিকতা :** আপনি চাপা স্বভাবের মানুষ। মনের কথা বোঝা যায় না। ভাবাবেগে কাজ করার ফলে নিজের ক্ষতি হয়। সব কাজে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, এটা আপনার মানসিক বৈশিষ্ট্য। যথেষ্ট গুরুত্ব এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য। ভ্রমণে আনন্দ পান। ভাই-বোনদের স্নেহও করেন আবার মতানৈক্য হয়। দায়িত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য লাভ করেন এবং সুনাম অর্জন করেন।

● **সামাজিকতা ও ধর্মভাব :** প্রথমে জীবনে অনেকটা সময় বৃথা যায়। মধ্যবয়সে কাজে-কর্মে ও ধর্ম-কর্মে আগ্রহী হবেন। উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে সামাজিক কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকেন। অনেক বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে মেলামেশা হবে আপনার। সামাজিক ও অন্যান্য কাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করে সুনাম অর্জন করতে পারবেন। রূঢ় ভাষা ও ব্যবহারের জন্য অনেক সময় অনেকের সঙ্গে মতানৈক্য হবে। আপনি পরোপকারী ও পরদুঃখে দুঃখ পান।

● **স্নেহ, ভালবাসা, প্রীতি ও দাম্পত্য জীবন :** সংসারে সবার প্রতি আপনার ভালবাসা, সতর্ক দৃষ্টি এবং ছোটদের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ থাকবে। আপনার ভালবাসার মধ্যে কৃত্রিমতা নেই, আপনি বিলাসপ্রিয় হলেও সেজন্য বসে থাকেন না। মান-অভিমান এবং কামুকতার জন্য দাম্পত্য জীবনের মনোমালিন্য হতে পারে। তবে দাম্পত্য জীবন খুব খারাপ বলা যায় না। আপনার কৃষ্ণপক্ষে জন্ম হলে প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা থাকবে আপনার মনে। ক্রোধের ফলে অনেক সময় ভালবাসায় ভাঙন ধরতে পারে।

● **আত্মীয়-বন্ধু :** বন্ধু ও আত্মীয় আপনার অনেক থাকলেও তারা স্বার্থপর বলা যায়। সবাই আপনার দুর্বলতার সুযোগে ক্ষতির চেষ্টা করবে। সবার প্রয়োজনে আপনি তাদের পাঁশে দাঁড়াবেন তারা কিন্তু তা করবেন না। সৎ বন্ধু আপনি পাবেন না। অনেকে মিথ্যা বদনাম করবে আপনার। যাদের জন্মমাস বৈশাখ, ভাদ্র অথবা পৌষ তাদের দিকেই আপনি বেশি আকৃষ্ট হবেন।

● **চাকরি, ব্যবসা ও আর্থিক ক্ষেত্র :** জীবনের প্রথমার্দ্ধে নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ন ও সমস্যায় কিছু করতে পারবেন না। মধ্যবয়স থেকে সুযোগ আসবে এবং নিজের শ্রমের দ্বারা প্রয়োজন মতো অর্থ হাতে আসবে। চাকরীর চেয়ে ব্যবসায় আপনার শুভ বলা যায়। মঙ্গলের প্রভাবে ক্রূর স্বভাব হবে। কিন্তু ব্যবসায় বুদ্ধি প্রখর হবে। সিংহ, তুলা ও ধনুরাশির সঙ্গে মিত্রতা হলে অনেক ভাল ভাল সুযোগ পাবেন। জিদ ও অভিমানর জন্য চাকরী ক্ষেত্রে মনোমালিন্য হতে পারে।

● **মেষরাশির জাত কী চান :** (১) আপনি প্রতিটি কাজ নিষ্ঠা ও দায়িত্বসহ করতে চান। সব কাজ যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়, সেটাই চান আপনি। (২) অনেক সময় ভুল হলেও অনুতাপ করেন না, মনে কোন দুঃখ পেলেও মুখে তা প্রকাশ করতে চান না। (৩) সঙ্গীতের প্রতি আপনার ঝোঁক থাকবে। এতে উন্নতিও হবে। (৪) একঘেয়ে কাজ বা জীবন পছন্দ করেন না। নতুন নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করতে চান। নতুন পদ্ধতিতে কাজ করে সাফল্যও পান।

● **শুভাশুভ :** শুভ রত্ন-সোনা পাথর, এ্যাম্বার, হলদে পোখরাজ, মঙ্গল অশুভ হলে প্রবাল। শুভ বর্ণ-লাল, হালকা লাল বা হলদে আভাযুক্ত লাল শুভ। শুভ মূল-বিল্বমূল, ক্ষীরিকামূল ও অনন্তমূল। শুভ ধাতু-শঙ্খ, সোনা ও তামা। শুভ দিক-পূর্বদিক। শুভ তারিখ-ইংরাজি মাসের ৯,১৮ ও ২৭। শুভ সংখ্যা-৯। শুভ বার-রবিবার ও মঙ্গলবার। লটারি কেনার শুভ তারিখ-ইংরাজি মাসের ৫,১০,১২ ও ২৭। শুভ দেবতা-শিব, ভৈরব ও হনুমানজী। শুভ ব্রত-মঙ্গলবার ব্রত। মিত্র রাশি-সিংহ, তুলা ও ধনু। শত্রু রাশি-মিথুন, কন্যা।

তপন শাস্ত্রী
যোগাযোগ : 9432588050

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় হাবড়া থানার অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা : রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সমগ্র রাজ্য জুড়ে অপরাধ দমনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর

হাবড়া থানার আইসি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়

পাশাপাশি রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার দিকেও বিশেষ নজর দেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। রাজ্য সরকারের এই কর্মসূচিকে মাথায় রেখে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পুলিশ প্রশাসনও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই জেলায় তন্ময় রায়চৌধুরী পুলিশ সুপার পদে আসীন হবার পর থেকে জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পুলিশগিরির এক ভিন্ন রূপের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। পুলিশ সম্পর্কে জেলাবাসীদের তথাকথিত ধারণার অবসান হতে শুরু করেছে। আগের মতো পুলিশ এখন আর 'আতঙ্ক' নয়, ক্রমশ 'বন্ধু' হয়ে

উঠছে সাধারণ মানুষের। পুলিশ সুপারের অভিনব এই প্রকল্পে একযোগে সামিল হয়েছে জেলার সমস্ত থানাগুলো।

সম্প্রতি আলিপুর বার্তার 'এ সপ্তাহের মুখ' বিভাগে হাবড়া থানার আই সি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে প্রতিবেদকের 'পুলিশগিরির ভিন্ন রূপ' বিষয়ক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। এবারের প্রতিবেদনে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' রক্ষায় তাঁর অভিনব উদ্যোগগুলিকে তুলে ধরা হল। রাজ্য সরকার সহ উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পুলিশ সুপারের এই বিশেষ কর্মসূচিকে অনন্য মাত্রায় রূপদান করে চলেছেন এই আই সি। হাবড়া থানার আই সি পদের দায়িত্বভার গ্রহণে মৈনাকবাবুর এক বছর পূর্তি হতে এখনও প্রায় মাস দেড়েক বাকি। ইতিমধ্যেই তিনি সমগ্র হাবড়াবাসীর কাছে অত্যন্ত কাজের মানুষ, কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন। এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সামাজিক অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন জনসংযোগ বৃদ্ধি করে চলেছেন, তেমনই অন্য দিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন বলে স্থানীয়সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। স্থানীয় মানুষের দাবি, মৈনাকবাবুর হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই। আইনের একজন রক্ষক ও প্রশাসক হিসেবে মৈনাকবাবু নিজেও সব সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁর কাছে সমান বলে মনে করেন। তাঁর এই মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া গেল, মুসলমানদের ইফতার পার্টি, হিন্দুদের বিজয়া সম্মিলনী ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বড়দিন উপলক্ষ্যে।

মুসলমানদের রমজান মাস উপলক্ষ্যে ২৫তম রোজা'র দিন বিকেলে হাবড়া থানা প্রাঙ্গনে তাঁর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ইফতার পার্টি। এই অনুষ্ঠানে হাবড়া, গোবরডাঙা পুরসভাসহ সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা যেমন উপস্থিত ছিলেন, তেমনই ঈদ কমিটিগুলোসহ এলাকার সমস্ত জনপ্রতিনিধিরাও সামিল হয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী তথা হাবড়ার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আমন্ত্রিত হয়েও ব্যস্ততার কারণে উপস্থিত হতে পারেন নি। তিনি তাঁর বক্তব্য মোবাইল স্পিকারে পরিবেশন করেছিলেন। এদিনের এই ইফতার পার্টির অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে মৈনাকবাবু আসার আগে হাবড়া থানার পক্ষ থেকে অবশ্য ইফতার পার্টির আয়োজন করা হত। কিন্তু তা এত বড় মাপের ছিল না বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান। তাঁরা আরও জানান, ইফতার পার্টির পাশাপাশি মৈনাকবাবুর অভিনব সংযোজন হল, বিজয়া সম্মিলনী ও বড়দিনের অনুষ্ঠান। বিজয়া দশমীর দুদিন পরের সন্ধ্যায় থানা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মেলনী। হাবড়ার প্রায় ৪৪টি ক্লাব এবার দুর্গাপুজো করেছে। এই বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে সেই পুজো কমিটিগুলো সহ কালীপুজো কমিটিগুলো অংশগ্রহণ করে। সবচেয়ে বড় বিষয়, এই অনুষ্ঠানে ঈদ কমিটিগুলোও সামিল হয়। এছাড়াও হাবড়া, গোবরডাঙা পুরসভা সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরাও

অংশগ্রহণ করেন। এইসঙ্গে সামিল হন এলাকার বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা। এর মাত্র কয়েকদিন পর, মৈনাকবাবুর আর একটি অভিনব উদ্যোগ, অনাথ শিশুদের ভাইফোঁটা। কালীপুজোর সময় বারুইপুর, দমদম, বারাসতের অনাথ আশ্রম থেকে অনাথ শিশুদের এনে এই ভাইফোঁটার আয়োজন করা হয়। এদিন হাবড়া থানায় অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে ভাইফোঁটার পাশাপাশি থানার পক্ষ থেকে নতুন পোষাক তুলে দেওয়া হয় প্রতিটি অনাথ শিশুদের হাতে। এদিন এই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি হাবড়ায় আচমকা সৃষ্টি হওয়া একটি সাম্প্রদায়িক উন্মাদনাকেও অতি দক্ষ হাতে সামাল দিয়েছে হাবড়া থানার পুলিশ। একই দিনে দুটি ভিন্ন ঘটনায় হাবড়া থানার পুলিশের অসাধারণ পদক্ষেপ প্রশংসা ও সম্ভ্রম আদায় করে নেয় এলাকাবাসীর।

সাম্প্রতিক আর একটি অভিনব উদ্যোগ সংযোজিত হল হাবড়া থানার রেকর্ডে। যা মৈনাকবাবুর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার এক অনন্য নজির। হাবড়া থানাধীন মছলন্দপুরের দিকে বেশ কিছু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারের বসবাস আছে। একটি চার্চও আছে এখানে। এই চার্চের তত্ত্বাবধানে একটি বয়েজ ও একটি গার্লস দুটি বোর্ডিং স্কুল আছে। ২৫ ডিসেম্বর অর্থাৎ 'বড়দিন'কে ঘিরে এখানে ব্যাপক উৎসব হয়। শুধু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরাই নন, বড়দিন এখন প্রায় সবাই পালন করে। শীতকালীন পিকনিক বা চড়ুইভাতির প্রায় চিরাচরিত রেওয়াজ ১ জানুয়ারি। পিকনিকের সেই রেওয়াজকে ছাপিয়ে গিয়েছে ২৫ ডিসেম্বর। এমনই অভিমত মৈনাকবাবুর। তাই এদিন তিনি দুটি 'সান্তাক্লজ' নিয়ে আসেন। তাদের নিয়ে প্রতিটি পিকনিক স্পট আর চার্চে গিয়ে সকলকে 'মেরি ক্রিসমাস' জানান। এই সঙ্গে সান্তাক্লজদের দিয়ে হাবড়া থানার পক্ষ থেকে প্রতিটি বাচ্চার হাতে চকোলেট, পেনসিল, রাবার, খেলনা ইত্যাদি উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। যা হাবড়া থানার ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে শুধু অভিনবই নয়, এক নজির সৃষ্টিকারী উদ্যোগ বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি। এছাড়াও ১ জানুয়ারি উপলক্ষ্যে হাবড়া থানার পক্ষ থেকে 'হ্যাপি নিউ ইয়ার্স গ্রিটিংস' সহ নতুন বছরের ক্যালেন্ডারে প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীকে প্রদান করা হয়। যার অপর পিঠে আছে হাবড়া থানার পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতামূলক বিশেষ আবেদন। মৈনাকবাবু এই অভিনব জনমুখী কর্মকান্ডে শুধু হাবড়াবাসী নয়, স্থানীয় বিধায়ক তথা খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সহ পুলিশ সুপার তন্ময় রায়চৌধুরী, এ এস পি (নর্থ) ভাস্কর মুখোপাধ্যায়েরও যথেষ্ট প্রশংসাভাজন হয়ে উঠেছেন।

এ সপ্তাহের মুখ

উন্নত পুলিশি ব্যবস্থায় আস্থা রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

কল্যাণ রায়চৌধুরী

কেবলমাত্র ভালমানুষ বা ভদ্রলোক বললে তাঁর যথার্থ বিশেষণ হবে না। যত ভাল বিশেষণই তাঁর নামের আগে বসানো হোক না কেন, সেই বিশেষণের আগে একটা অসম্ভব শব্দকে যোগ করতেই হবে। তা না হলে তাঁর ভাল সম্পর্কযুক্ত বিশেষণমূলক বিশ্লেষণে খামতি থেকে যাবে। এমনই একজন ব্যক্তিত্ব হলেন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে আলাপ না করলে বোঝাই যাবে না, একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক বাস্তবিক এতখানি ভাল হতে পারেন। কথায় বলে, 'রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী'। বাংলা ভাষায় সাবেক আমল থেকে চলে আসা এই বিশেষণটি ভাস্করবাবুর ক্ষেত্রে বোধহয় সঠিক প্রযোজ্য। বুধবার উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে তাঁর নিজের কক্ষে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন প্রতিবেদককে।

প্রায় ১২ বছর হল, তাঁর এই পেশায় আসা। কর্মজীবনে তাঁর প্রথম পোস্টিং আলিপুর দুয়ারে এসডিপিও হিসেবে। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) পদে এসেছেন প্রায় আড়াই বছর। এর আগে তিনি ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটে। জানালেন, গত বছরের মার্চে তিনি ডব্লিউ বিপিএস থেকে আইপিএস-এ উন্নীত হয়েছেন। এদিন তাঁকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে 'পুলিশ এখন দলদাস'-এ পরিণত হয়েছে; এই মর্মে খবর প্রকাশনার ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে, তিনি এ বিষয়ে কোনও বক্তব্য রাখেননি। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় জমে থাকা বিভিন্ন কেসগুলি তাঁর আমলে কত শতাংশ সমাধান সম্ভব হয়েছে?

এ প্রশ্নের উত্তরে ভাস্করবাবু বলেন, 'সঠিক হিসেব জানা নেই। তবে তদন্ত করতে গেলে, কখনও কখনও কিছু কিছু কেস তো পেন্ডিং থাকবে। স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই সমাধান হচ্ছে। সমস্ত কেসের উপরে যথেষ্ট মনিটরিং বাড়ানো হয়েছে। অপ্রয়োজনীয়ভাবে কোনও কেসকে জমে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে সার্বিকভাবে এই জমে থাকাটা কমেছে।' তিনি জানান, পুলিশ নিরাপত্তাহীনতার সঙ্কটে ভুগছে, এমন অভিযোগ এই জেলায় নেই। ফলে এই জেলার ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন যেমন প্রযোজ্য নয়, তেমনই প্রশাসনিক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশ্নও অমূলক। এইসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, এই জেলায় পুলিশ প্রশাসনের উপর মানুষের আস্থা কমারও কোনও অভিযোগ নেই। তবে এটা নিতান্তই বস্তুতান্ত্রিক বিষয় বলে ভাস্করবাবু মনে করেন।

ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন সহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে তিনি

উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

বলেন, 'ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন বিষয়ক কোনও ঘটনা নজরে এলেই তৎক্ষণাৎ অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে। যিনি নিগৃহীতা, তাঁর মেডিকেল চিকিৎসা ও পরীক্ষার ব্যবস্থাকরণ সহ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। সিনিয়র অফিসার দ্বারা কেসটি ডে টু ডে মনিটরিং সহ সমস্ত তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে, যত শীঘ্র সম্ভব চার্জশিট প্রদান করা হচ্ছে। এমনকি আদালতে কেসটির ট্রায়ালেরও মনিটরিং সহ সাক্ষীদের নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতেই এগোনো হচ্ছে, বলে জানালেন।

এছাড়াও খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই সহ অন্যান্য সামাজিক অপরাধগুলির ক্ষেত্রেও সমান গুরুত্ব আরোপ করে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে পদক্ষেপ করার কথা উল্লেখ করলেন।

অভিনব পদক্ষেপ প্রসঙ্গে জানালেন, সমস্যার প্রাধান্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। নারী নির্যাতনের বিষয়ে জেলার প্রতিটি থানায় হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। এই হেল্পলাইনে মহিলাদের যাবতীয় অভিযোগ নথিভুক্ত করা হচ্ছে মহিলা পুলিশ ও মহিলা সিভিক পুলিশ দ্বারাই। এবং গুরুত্ব সহকারে তার পর্যবেক্ষণও করা হচ্ছে। এছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে থানাভিত্তিক জনসংযোগবৃদ্ধিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কেসগুলোকে প্রাধান্য সহকারে দেখা হচ্ছে। বলেন, 'উন্নত পুলিশি ব্যবস্থার চিরাচরিত ও সনাতন পদ্ধতির প্রয়োগবিধি অনুসরণ ও তার ব্যবহার করছি।' সবশেষে কাজের পরিক্ষেত্র হিসেবে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাকে কেমন লাগছে? প্রশ্নের সহজ উত্তরে বলেন, 'সব জেলাই সমান। কোনও প্রশাসকের কাছে এর কোনও ভেদাভেদ হয়না। সরকার অর্থাৎ জনগণের আমি এক বেতনভুক কর্মীমাত্র। ফলে আমার পদ বা দায়িত্ব অনুযায়ী পরিষেবা প্রদানে আমি দায়বদ্ধ।'

মাঙ্গলিকী

তারাপদ মুখোপাধ্যায় স্মরণ সন্ধ্যা

তিনি ছিলেন মনে প্রাণে কম্যুনিস্ট। ভারতীয় রেলে চাকরি করতে করতে রেলওয়ে শ্রমিক আন্দোলনে সব সময় নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। তাই ১৯৭৫ সালের ভারতীয় রেলের শ্রমিক কর্মচারি ইউনিয়ন পরিচালিত, সকলকর্মীর ন্যায্য অধিকার ও আর্থিক দাবি আদায়ের জন্য ডাকা ধর্মঘটে তাঁর ইউনিটের সোচ্চার নেতৃত্ব দেন। তারপর ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের বরাবর যে আত্মহনন ঘটে আসছে কিছু প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের সুবিধাবাদী চরিত্রের জন্য। রেলের ওই ধর্মঘটও তাই একসময় মুখ থুবড়ে পড়ল, ফলে তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের মতো নেতৃবর্গ চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেন, আর সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতারা গিরগিটির মতো রঙ পালটিয়ে বহাল তবিয়তে রয়ে গেলেন। তারাপদবাবু আরও অনুভব করেছিলেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে একটা সুস্থ সামাজিক পরিবেশও গড়ে তুলতে হবে। আর তাই অনেক অভাব অভিযোগের মধ্যেও তিনি ১৯৭৮–এর অক্টোবরে প্রতিষ্ঠা করলেন ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'শব্দের ঝংকার' যার প্রথম থেকেই সম্পাদক হলেন তাঁর পুত্র সুনীল মুখোপাধ্যায়। কবি সুনীল মুখোপাধ্যায় আজও পত্রিকার সম্পাদক, তবে আজ পত্রিকার লেখক পাঠকগোষ্ঠী বিরাট বিরাট ছাতার মতো পত্রিকাকে নানান ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে এঁরা সবাই বাঁচিয়ে রেখেছেন— সর্বাগ্রে রয়েছেন শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র, শ্রদ্ধেয় নিত্যানন্দ দাস, শ্রদ্ধেয় ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন (পত্রিকা গোষ্ঠির সভাপতি) শ্রদ্ধেয় স্বপন পাল মহাশয়।

বেশ কিছু মাস আগে শব্দের ঝংকার–এর দপ্তরে মাসিক সাহিত্য সভাটি 'তারাপদ মুখোপাধ্যায় স্মরণ সন্ধ্যা হিসাবে উদ্‌যাপিত হল। সঞ্চালনায় রইলেন ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। প্রয়াতকে শ্রদ্ধা জানালেন ঋষিণ মিত্র 'মৃত্যুহীন প্রাণ' গানটি গেয়ে। প্রয়াতের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করার পর তাঁকে নিয়ে নিবন্ধ পাঠ করলেন অর্ঘ্য রায়। প্রয়াতের স্মৃতিচারণা করলেন নিত্যানন্দ দাস, ঋষিণ মিত্র, সঞ্জীব চৌধুরী, তাপস চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সমীর প্রমুখ।

সংক্ষিপ্ত শ্রদ্ধা ভাষণে প্রয়াতকে গভীর শ্রদ্ধা জানালেন পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। গানে কবিতায় শ্রদ্ধা জানানেল মঙ্গল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, জয়ন্ত রসিক, নীলাঞ্জনা প্রামাণিক অদিতি রায়, শর্মিষ্ঠা মাজি (বাড়িতে তৈরি মিষ্টিও পরিবেশন করলেন সকলকে মনে করিয়ে দিলেন। এটি স্মরণ সভা, শোকসভা নয়!) প্রমুখ। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধা জানালেন একটি বৈঠকি জাদুর মাধ্যমে। ঘাতে শ্রমিক আন্দোলনে তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের মতো নিঃস্বার্থ সংগ্রামী মানুষের কথাই তিনি জাদুর ভাষায় বললেন। রেলে চাকরিরত সমরজিত চক্রবর্তীও সুচারু ভাষণে প্রয়াতকে শ্রদ্ধা জানালেন।

এদিন প্রয়াতের প্রতি স্বরচিত কবিতা পাঠে আরও যাঁরা শ্রদ্ধা জানালেন তাঁরা হলেন আরতি দে, বিকাশ দাস প্রমুখ। বাবাকে নিয়ে অনেকদিন আগে লেখা তাঁর হৃদয় স্পর্শী কবিতাটি আরও একবার এদিন শোনালেন সুনীল মুখোপাধ্যায়। সন্ধ্যা যেন হঠাৎই রাত্রির গভীরতা পেলো.....

আমরা যাযাবর নাকি, আমাদের ইজ্জত আছে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

'আমরা কি যাযাবর, নাকি বেদে, যে আমাদের ঘরে বাইরের কেউ ঢুকে পড়ে ইজ্জত নেবে? এখানে কেউ ঢুকতে সাহস পায় না, চেয়ারম্যানকে বলেই তো আছি এখানে।' খানিকটা উত্তেজিত হয়েই কথাগুলো বলল মেয়েটি। আর সে যে 'ঘর'টির কথা বললো, সেটি কালো প্লাস্টিকে মোড়া দু'হাত উঁচু, ছয় হাত লম্বা একটা তাঁবু। সেই তাঁবুর মধ্যেই তার সমস্ত ঘরগেরস্থালি। মেয়েটির বয়স পনেরো কি ষোলো। নাম বলেছে সাহানা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পূজালী এলাকায় বড় বটতলায় সেদিন দেখা হয়েছিল সাহানা এবং তার মা মর্জিনা বিবির সঙ্গে। বজবজ স্টেশন থেকে অছিপুরে চিনাম্যানতলা যাওয়ার সময় পিচ রাস্তার পাশে একটা বড় মাঠে দেখেছিলাম, অনেকগুলো কালো প্লাস্টিকে ছাওয়া তাঁবু। কৌতূহলে গাড়ি থেকে নেমেছিলাম। রাস্তার পাশে যে তাঁবুটি, সেই তাঁবুতে বছর পঁয়ত্রিশ–এর মর্জিনা বিবি এবং তাঁর পরিবার বসেছিলেন। জানতে চেয়েছিলাম,

– আপনাদের বাড়ি কোথায়?

–হাসনাবাদ, বসিরহাট। মর্জিনার ছো– উত্তর।

– হাসনাবাদ নাকি বসিরহাট? দুটো জায়গা তো আলাদা।

– ওই তো বাদুড়তলা। কিশোরী সাহানা অস্থির হয়ে এই উত্তর দেয়।

বললাম, ঠিক কোন জায়গায় বলুন তো? মর্জিনা হাসতে শুরু করলেন। কোলের ছেলেকে ঘুম পাড়াবার জন্য পিঠ চাপড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করে বললেন, 'ও ওইদিকেই।' বুঝতেই পারলাম না, এঁরা ঠিক কোথা থেকে এসেছেন। হয়তো বোঝাতেই চাইলেন না জায়গাটা কোথায়। যাকগে, বললাম,

– কী করেন এখানে?

– আমরা ডুবুরি। কারোর গয়নাগাটি বা দামি কিছু জলে হারালে, ডুবে খুঁজে দেয় আমাদের ঘরের লোকেরা।

– কত টাকা পাওয়া যায়?

– যে যা দেয়, তাই নেওয়া হয়। আপনাদের কিছু হারালেও জানাবেন, আমরা গিয়ে খুঁজে দেব।

– সারা বছর এখানে থাকেন?

– না, না আমরা এখানে ছয় মাস থাকি। বাকিটা ঘরে। আমরা কি যাযাবর নাকি? হাসনাবাদে আমাদের ঘর আছে।

নিজেরা যাযাবর নয়, এটা প্রমাণ করার চেষ্টাটা বারে বারে নানাভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন এঁরা। 'যাযাবর'–এর জীবন যাপন করার পরও যাযাবরদের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ চোখে পড়ছে।

মর্জিনা এটা বলার পর, সাহানার মনে হল তারা যে যাযাবর নয়, এটা প্রমাণ করার জন্য আরও কিছু তথ্য দেওয়া দরকার। সাহানা তাঁবুর গায়ে আলতো হেলান দিয়ে বলল, 'আমাদের ভোটার কার্ড আছে, রেশান কার্ড আছে, আধার কার্ডও আছে।' সুন্দরী কিশোরী সাহানা এরপরে আরও নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য মাঠের দিকে হাত বাড়ায়। বলে, 'ওদের যে দেখছ, ওরা বাংলাদেশি। ওদের এসব কিছু নেই।' একটা বিদ্রুপ তার ঠোঁটে–মুখে। ডান হাতে গাছা দুই কাঁচের চুড়ি। বাম হাতটা খালি। গায়ের রঙ ময়লা, কালো–বাদামি ছোপের কামিজ আর আকাশী নীল রঙের শালোয়ার পরা শরীরটায় যৌবন উঁকি মারছে। মাথার চুলটা লাল ফিতেতে জড়ানো। মুখে একটা লক্ষ্মীশ্রী ভাব। গড়নটা মোলায়েম।

যাওয়া আসার পথে পথে

কথা বলার ধরনটা বেশ মিষ্টি। মাঠের তাঁবুর দিকে তাকিয়ে সে বলতে থাকে, 'ওরা খুব খারাপ লোক, জান ওরা মড়া পোড়ানো কাঠ নিয়ে রান্না করে। শ্মশান থেকে কাঠ চুরি করে।'

–আর তোমরা কিসে রান্না কর?

– আমরা দোকান থেকে কাঠ কিনি।

– ওরা কী কাজ করে?

– ওরাও ডুবুরি। তবে, আমাদের মতো নয়। আমরা গেলে জিনিস ঠিক খুঁজে দেবই। ওরা সবসময় পারে না।

মর্জিনার সামনে ডাগর চেহারার সাহানা অনেক কথা বলে যায়। আর মর্জিনাকে ঘিরে তাঁর আরও তিনটে বাচ্চা তখন উলঙ্গ হয়ে বসে। দু'জনের সামনে জলে ভেজানো খানিকটা মুড়ি। তাঁবুর বাইরে একটা নিবন্ত উনুন। সে আজ জ্বলবে কিনা জানিনা, তবে মনে প্রশ্ন জাগে, সাহানা–মর্জিনারা এখানে নিরাপদ তো? ড্যাবড্যাবে চোখে সেই প্রশ্নের উত্তর দেয় সাহানাই, যার বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেশি। 'আমাদের কাছে কেউ আসতে সাহস পাবে না।' খানিকটা দু:সাহসী লাগে তাকে। এই প্রসঙ্গে কথা বলায় তার মন নেই। তার মন দূরে তাঁবুর লোকগুলোর দিকে।

সাহানা অভিযোগ করতে চায় তাঁবু পেতে থাকা লোকগুলোর বিরুদ্ধে। 'ওদের অনেক কেলেঙ্কারি। ছেলে–মেয়েগুলো ফস্টিনষ্টি করে, অনেকের হাতটান আছে।' মর্জিনা নিজের মেয়ের দিকে তাকিয়ে এসব শুনতে থাকেন। খানিকটা নিশ্চিন্তও হন হয়তো, মেয়ে পারবে। অন্যকে দোষী করলে, তবেইতো নিজেকে ভালো প্রমাণ করা যাবে, এই পুরনো নিয়মটা সাহানা রপ্ত করেছে। কল্পনায় দেখতে পাই, মর্জিনা যেন নিজের মেয়েকে কাছে টেনে নেন, বলতে থাকেন, 'বড় ভাবনা ছিল তোকে নিয়ে। এবার বাঁচবি।' খেটে খেটেই মর্জিনার চেহারাটা হাড্ডিসার হয়েছে। খাটো সাইজের ম্যাডম্যাডে কালো শাড়িটা তাঁর পায়ের গোড়ালি ঠেকছে না। ভেতরের লাল সায়াটা বেরিয়ে আসছে। মাথার চুলগুলো বেশ উসকোখুসকো। চুলটা যে লাল ফিতেতে বাঁধা আছে, সেটা পিঠের ওপর ঝুলছে।

কিন্তু, তাঁর ভুবন ভোলানো হাসিটায় একটা আবেদন, একটা মোহ দেখতে পাই। সেই আবেদনে আমরা দাঁড়িয়ে, আরও অনেকক্ষণ। সাহানা দাঁড়িয়ে থাকে কালো তাঁবুটার গায়ে। সূর্য অস্ত গিয়ে কখন যেন আঁধার নেমেছে। হুগলি নদীর তীরের লাইটপোষ্টগুলোতে তখন আলো জ্বলে উঠেছে। মর্জিনা কোলের বাচ্চাটাকে একটা ছেঁড়া চাটাইয়ের ওপর শুইয়ে দেন। সাহানা একটা ছোট কাঁথা ভাইটার গায়ে জড়িয়ে দেয়। শিশুটি অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকে।

পত্র–পত্রিকা আলোচনা

দিগম্বর দাশগুপ্ত–সঙ্গ ও প্রসঙ্গ (তারুণ্য কলকাতা–৪১) (সম্পাদক–অরুণোদয় ভট্টাচার্য)—বহুবিধ গুণের অধিকারী দিগম্বর দাশগুপ্ত–র বিবিধ ও বিচিত্র কর্মকাণ্ডের উপর একগুচ্ছ আলোচনায় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি। পূর্ব–প্রকাশিত সংস্করণটির পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপে প্রকাশ করা হয়েছে। বহু বিশিষ্ট মানুষ তাঁদের দেখা দিগম্বর দাশগুপ্ত সম্পর্কে অকপট আলোচনা করেছেন। বর্তমান সংস্করণে বেশ কিছু সাদা কালো ও রঙীন প্রামাণ্য আলোকচিত্র রয়েছে। প্রচুর বিশিষ্ট মানুষজনের সান্নিধ্যে ধন্য দিগম্বর দাশগুপ্তের কলম–নিসৃতঃ বেশ কিছু ছড়া/লিমেরিক সংখ্যাটি আকর্ষণ বহুগুণ বাড়িয়েছে। বিখ্যাত রসিকজন অজিতকৃষ্ণ বসু (অকৃব) তাঁর স্নেহধন্য এই সদা–প্রফুল্ল মানুষটিকে কত আপন মনে করতেন তার পরিচয় মেলে। আমাদের দেশে, জীবদ্দশায় কয় জনের মেলে প্রশংসা। অজাতশত্রু দিগম্বর দাশগুপ্তের ওপর সংকলিত এই গ্রন্থটি তাই এক অনবদ্য ব্যতিক্রমী প্রয়াস। (মূল্য–১৭৫ টাকা)

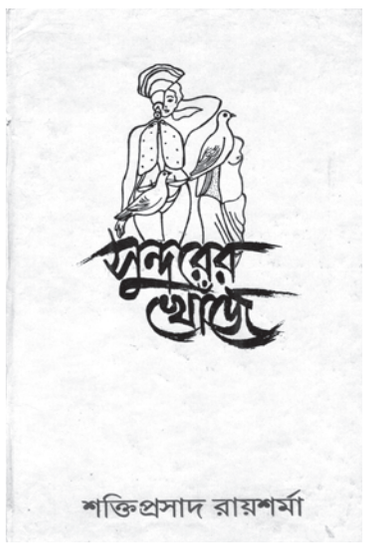

সুন্দরের খোঁজে (শক্তিপ্রসাদ রায়শর্মা) (মূল্য–৫০ টাকা) কবির বর্তমান কাব্যগ্রন্থটিতে প্রায় পঞ্চাশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতায় লেখকের স্বাচ্ছন্দ্য পাঠকেরা অনুভব করতে পারবেন। আধুনিক কবিতার নামে দুর্বোধ্যতার মোড়কে ঢাকার চেষ্টা করেননি, সোজা কথা খুব স্পষ্ট অক্ষর–বিন্যাসে সাজিয়েছেন, যা পাঠকের মনে এক নিবিড় ও তীব্র আবেগ উসকে দেয়। ভালোমানুষ তো পালায় না (এক নিপাট ভালোমানুষ), লজ্জা শব্দটা এখন অভিধান থেকে মুছে ফেলার সময় এসেছে (ঔরংজেব, তুমি লজ্জা পেও না), সব হারানোর সময় যখন আসে সময় তখন হাসে (একটু দাঁড়াও), যত জোরে ঘা মারবে মারো... কারো ধার ধারি নাকো আমি (নির্ভীক)–এমনই একগুচ্ছ তীব্র কবিতা যা পাঠককে আবিষ্ট করে, উদ্দীপ্ত করে। গ্রন্থটির গোড়াতেস কবির পূর্ব–প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির উপর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পত্রিকার মতামত রয়েছে। প্রতিটি কবিতার রচনার তারিখ ছাপা হয়েছে, সেই তথ্য কিঞ্চিত রসহানি ঘটায় না কি!

শুভ–প্রত্যাশা (শারদ সংখ্যা ২০১৪–সম্পাদক বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার) স্বল্পায়তন পত্রিকাটিতে জমাটি কবিতা লিখেছেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিনু প্রধান, পা, প্রদীপ গুপ্ত, অণিমা বিশ্বাস, শান্তনু মিত্র, অদৃশ্য নাথ প্রমুখ। জাদুসম্রাট পি সি সরকারের উপর রচিত সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটি (সতী প্রসাদ সরকার) মূল্যবান। সম্পাদকের অণু গল্পটি মনে দাগ কাটে। সুকুমার মণ্ডলের হাসির গল্পটি পত্রিকার গোড়াতেই কেন, শেষ পাতে–ই তো মিষ্টি জমে!

শব্দকিরণ (পৌষ ১৪২১–সম্পাদক সমরজিত চক্রবর্তী) আট বছর পেরিয়ে এসে পত্রিকাটি বেশ ঝরঝরে চেহারা পেয়েছে। পাতায় গুঁতোগুঁতি করে ঠাসা কবিতা নয়, বিজ্ঞাপনেও পরিমিত। নিবন্ধগুলি সুর্নিবাচিত, বিষয়বৈচিত্রে নানা স্বাদের। দেবপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়ের গল্পটি বেশ আধুনিক, তরতর করে পড়ে ফেলা যায়। বন্দনা বিশ্বাসের গল্পে মেলোড্রামার আধিক্য রসহানির কারণ। কবিতা বিভাগে সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য, অমিতাভ দাশ, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, বিকাশ দাশ, আরতি দে, বিধান সাহা, বিনয় ভড় ও আরও অনেকে রীতিমতো সংগ্রহযোগ্য লেখা উপহার দিয়েছেন।

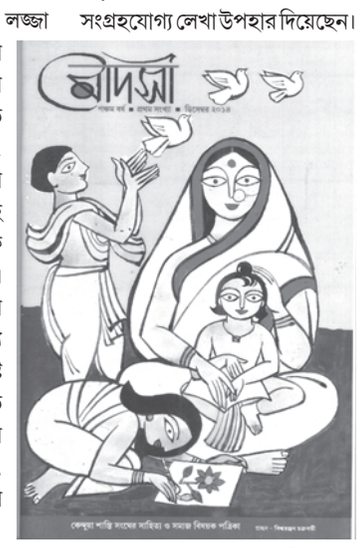

মহাবালেশ্বর ভ্রমণ কাহিনীটি কি আরও একটু প্রলম্বিত করা যেত না! সুদীপ্ত হালদারের শ্রীচরণেষু বাবা একটি অন্য স্বাদের লেখা।

রোদসী (ডিসেম্বর ২০১৪) কেন্দুয়া শান্তি সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক এই পত্রিকাটির সম্পাদকের নাম উল্লেখ নেই, জানা গেল না এটির প্রকাশ–সূচি। যামিনী রায়ের শৈলীতে বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তীর প্রচ্ছদটি নজর কাড়ে। নিবন্ধ অংশ খুব মজবুত। হাংরি জেনারেশনের অংশবিশেষের পুনর্মুদ্রণ পাঠকদের বাড়তি পাওনা। অলোক মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধটি (ঈশ্বর, বিজ্ঞান ও কবিতা) বেশ কাব্যিক, ভিন্নতর ভঙ্গিমায় লেখা। রমেশ পুরকায়স্থ, নিতাই মৃধা, জয়ন্ত দত্ত, সমীর কুমার রায় প্রমুখের কবিতার উল্লেখ করতেই হয়। গল্পাংশে সুনির্মল ঘোষ, প্রদীপ গুপ্ত, অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উজ্জ্বল। ছোটদের বিভাগটি আরও কিঞ্চিত বড় হওয়ার প্রয়োজন ছিল। ছোটদের বাংলা পড়ার আগ্রহ সঞ্চারের সেটাই অন্যতম পথ হতে পারে।

● *সুকুমার মন্ডল*

'শত ফুল বিকশিত হোক'

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ অনাথ ও দুঃস্থ বালক বালিকাদের জন্য যে আশ্রম গড়ে তুলেছে, তা আজ বিশ্বের দরবারে এক উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে করেন সমাজের বেশ কিছু বিশিষ্ট বিদ্বজন। কারণ, প্রতিনিয়ত কেবলমাত্র ভক্তদের সাহায্য নিয়ে বেড়ে ওঠা এক ভক্তিপীঠই নয়, মানবসেবাই তাদের আসল উদ্দেশ্য এটা বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন সংঘ কর্তৃপক্ষ। এই সংগঠনের মহতী প্রয়াসকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে বিশেষ উদ্যোগী হন দক্ষিণ কলকাতা লোকনাথ উৎসব সমিতি। সম্প্রতি তাদের বাৎসরিক উৎসবে সংগঠনের পক্ষ থেকে সমাজসেবী গঙ্গাদাস বসাক ওই অনাথ বালিকাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করে নিজেদের সেবামূলক কাজের ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হন। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'। এই প্রবাদ বাক্যকে মাথায় রেখে এই সংগঠন পথচলা শুরু করেছে। বিভিন্ন সামাজিক কার্যাবলীর মাধ্যমে সেই ছবি বারংবার পরিস্ফুট হচ্ছে। আগামী দিনেও তারা এই পথ ধরে থাকতে চায়।

লক্ষ্য জয়ের আশায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১লা জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সারা পশ্চিমবঙ্গ যখন বিপুল উদ্দীপনা ও নানারঙের অনুষ্ঠানে সজ্জিত হয়, তখন কলকাতা করপোরেশনের ১২৫ নং ওয়ার্ডের পুরপিতা ঘনশ্রী বাগের উদ্যোগে আয়োজিত হয় ক্রীড়া সরঞ্জাম বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণসহ রোড রেসের মতো চিত্তাকর্ষক বেশ কিছু কর্মসূচি। প্রতি বছরই এই এলাকায় এই ধরনের আনন্দঘন অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। এটাই এলাকার সংস্কৃতির আঙ্গিক।

সাইকেল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের বাসস্ট্যান্ডে রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় কয়েকশো ছাত্রীদের হাতে সাইকেল তুলে দেওয়া হয়। ৩ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১ বিডিও বুদ্ধদেব দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস, এফ ই ও জগদীশ মণ্ডল, মাতলা ১ ও ২ পঞ্চায়েতের প্রধান তপন সাহা, উত্তম দাস প্রমুখ। এ দিন স্কুলের ছাত্রীদের সাইকেল বিতরণের সঙ্গে ২৫ জন মৎস্যজীবীদের ৫০ হাজার টাকার মূল্যে মৎস্যযান তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া এসটি সম্প্রদায়ভুক্ত ৫২ জন ছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস বলেন ক্যানিং–১ ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীদের এবং ৫২ জন এসটি ছাত্রীকে সাইকেল তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া মৎস্যজীবীদের সাইকেল মৎস্যযান, বস্ত্র বিতরণ করা হয় এবং ১২২ জন ছাত্রী যারা কন্যাশ্রী প্রকল্প ভুক্ত হয়েছে তাদেরও সাইকেল তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে এই ব্লকের ছাত্রীদের শিক্ষার আলো বিস্তার লাভের জন্য আরো বেশি করে সাইকেল বিতরণ করা হবে। তিনি আরও বলেন এলাকার মৎস্যজীবীরা যাতে বেশি করে উন্নতি লাভ করতে পারে তার জন্য মৎস্যযান বাক্স এবং সাইকেল দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে সহজে এই সরঞ্জামের মাধ্যমে উপকৃত হবে

মৎস্যজীবীরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বাংলাজুড়ে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে সারা সুন্দরবন জুড়ে। এদিন ছাত্রীরা সাইকেল এবং মৎস্যজীবীরাও মৎস্যযান বাক্স ও সাইকেল পেয়ে খুব খুশি।

নিত্যসাথের 'সাথী'

সোমতাপস

বেহালা বকুলতলার তরুভিলায় সম্প্রতি আয়োজিত হল বিশেষ ''স্বাস্থ্য মেলা'' যেখানে আয়োজক ছিল ''বকুলতলা সাথী উন্নয়ন সমিতি''। এই সমিতি আবার তাদের সহযোগী হিসাবে ভারত সেবাশ্রম সংঘকে নিয়ে ওই স্বাস্থ্যমেলাকে মানুষের সুস্বাস্থ্যের আশ্বাস দিতে সক্ষম হয়। ওইদিন বিশিষ্ট চিকিৎসক সুদীপ দাস, রত্না সান্যাল, মিলন সেনগুপ্ত, অভীক রায়চৌধুরী, সুকুমার নায়েকেরা উপস্থিত হয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসার পরামর্শ দেন। যদিও এই সংগঠনটি অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছেন।

এবং যার ফলস্বরূপ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের ঐকান্তিক প্রয়াস আরও বেশি যত্নশীল হয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য থেকে সঞ্চয় সব বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে যিনি এগিয়ে চলেছেন তিনি হলেন ববি ব্যানার্জি। অত্যন্ত ধৈর্য্য ও তৎপরতার সাথে তিনি একের পর এক শিবির বা অনুষ্ঠানগুলি সামলাচ্ছেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘের পক্ষ থেকে খোকন মহারাজ ও আশীষ হাজরার উপস্থিতি স্বাস্থ্য মেলাটির সুন্দর পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা – ২০১৫

পরিচালনায়: *মাঙ্গলিকী* (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

তারিখ : ১২ই জানুয়ারী – ২৩শে জানুয়ারী ২০১৫
স্থান : সামালী, মনসাতলা, দঃ ২৪ পরগণা

১৫ই জানুয়ারী, ২০১৫

দুপুর ১২টা *বিষয়-আবৃত্তি*
বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্য্যন্ত)
বিভাগ–খ (১০ এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ)
যে কোন রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে।

বিকাল ৪টা একক বরীন্দ্র নৃত্য
বিভাগ–সর্বসাধারণ

১৬ই জানুয়ারী, ২০১৫

দুপুর ১২টা *বিষয়-রবীন্দ্রসঙ্গীত*
বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ–খ (১০ এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ)
ক–বিভাগ এর বিষয়–যে কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত,
খ–বিভাগ এর বিষয়–পূজা পর্যায়
গ–বিভাগ এর বিষয়–প্রেম পর্যায়
গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে।
হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।

বৈকাল ৩ টায় : বিষয়-একক সৃজনশীল নৃত্য
বিভাগ : সর্বসাধারণ। যে কোনো রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবেশন করতে হবে। (সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না।) সি.ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

২৩শে জানুয়ারী, ২০১৫

সকাল ১১টা *বিষয়-বসে আঁকো*
বিভাগ–ক (৬বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ–খ (৬এর উর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ–গ (৯এর উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ–ঘ (১২ এর উর্দ্ধে ১৬ বছসর পর্যন্ত)
প্রতিযোগিতার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধু মাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

নিয়মাবলী

প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী ২০১৫ বৈকাল – ৪টায়।

নাম দেওয়া যাবে কোথায়

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর,
সুধীর নন্দী
সামালী বিবেক নিকেতন –২৪৯৫৯১৪৮/ ৮০১৩৫২৩০৯৫
বিশ্বজিৎ পাল – ক্যানিং – ৯৪৭৫৮০১৪৬৪
মেহবুম গাজী – ডায়মণ্ডহারবার – ৯৮০০৫৭১৯৬৯
কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট – ৯৯০৩৬২৭৭০৫
রাজকুমার পরামানিক, রায়পুর – ৯০৫১১৩৩৪১৩
অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার – বারুইপুর – ৯৭৪৮১২৫৫৭০
আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস –৫৭/১এ চেতলা রোড, কলকাতা–২৭, (০৩৩) ২৪৭৯৮৫৯১

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন
কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪০৮৯)

মিডিয়া পার্টনার – আলিপুর বার্তা, দৈনিকের সঙ্গে আজও পাল্লা দেয়

ভারতের বিশ্বকাপ দল চমকহীন

ঠাঁই হল না যুবরাজ–মনোজের

নিজস্ব প্রতিনিধি : অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে হতে চলা আসন্ন কিছু ক্রিকেট বিশ্বকাপের জন্য দল বেছে নিলেন ভারতীয় নির্বাচকরা। দুরন্ত ফর্মে থাকা যুবরাজ সিংকে বিশ্বকাপের ১৫ জনের দলে সামিলই করা হয়নি। এমনকী গত বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের এই ম্যান অফ দ্য সিরিজের ব্যাপারে নির্বাচকদের মধ্যে কোনও আলোচনা পর্যন্ত হয়নি। অথচ চোট থাকা সত্ত্বেও দলে জায়গা করে নিয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। এছাড়াও অক্ষর পটেল, স্টুয়ার্ট বিনি, অজিঙ্কা রাহানেরা দলে সুযোগ পেয়েছেন। অনেক প্রত্যাশা থাকলেও এই দলে জায়গা পাননি বাংলার তারকা ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি। বাংলা থেকে পেসার মহম্মদ সামি বিশ্বকাপ দলে একমাত্র নাম। টেস্ট দল থেকে অবসর নিলেও তিনি যে একদিনের ক্রিকেট ছাড়ছেন না তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। নির্বাচিত এই দলে যথারীতি তিনি অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন। সহ–অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন বিরাট কোহলি।

ভালো ফর্মে থাকা আরও এক ওপেনার ব্যাটসম্যান মুরলি বিজয়কেও এই বিশ্বকাপের দলে চিন্তা–ভাবনা করেনি নির্বাচকরা। যা ক্রিকেট মহলের কাছে রীতিমতো বিস্ময়কর। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে চলতি সিরিজে ভারতীয় দলের অন্যতম কান্ডারী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন মুরলি বিজয়। অথচ আপাতভাবে ফ্লপ শিখর ধাওয়ান এই দলে সহজেই ঢুকে গিয়েছেন। এছাড়াও ধোনি শিবিরের সুরেশ রায়না, রবীন্দ্র জাদেজারা ঠিক স্থান পেয়েছেন এই দলে। ১৯৮৩ সালে ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম তারকা রজার বিনির ছেলে স্টুয়ার্ট বিনি এই বিশ্বকাপ দলে অন্যতম নাম। এছাড়াও প্রত্যাশিতভাবে দলে নাম রয়েছে অক্ষর প্যাটেল, ভুবনেশ্বর কুমার, উমেশ যাদব, রবীচন্দ্রন অশ্বিনদের। বিশ্বকাপের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের দলে যুবরাজের নাম না থাকলেও ভারতীয় ক্রিকেট মহল আশা করেছিল চূড়ান্ত দলে তাঁর নাম থাকবে। অথচ কোনও আলোচনাই হল না এ ব্যাপারে।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, বিশ্বকাপের ১৫ জনের ভারতীয় স্কোয়াড। শিখর ধাওয়ান, আজিঙ্কা রাহানে, বিরাট কোহলি, সুরেশ রায়না, রোহিত শর্মা, আম্বাতু রায়াডু, এমএস ধোনি, অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজা, আর অশ্বিন, ভুবনেশ্বর কুমার, মহম্মদ সামি, উমেশ যাদব, স্টুয়ার্ট বিনি, ইশান্ত শর্মা।

সংহতি ফুটবল উৎসবে চ্যাম্পিয়ন শেওড়াফুলি

মলয় সুর

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৩০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে হুগলি জেলা কংগ্রেস কমিটির পরিচালনায় বৈদ্যবাটী বিএস পার্ক ময়দানে আমন্ত্রণমূলক এক নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, টুর্নামেন্টটি ২৬ ডিসেম্বর শুরু হয় এবং নতুন বছরের ৩রা জানুয়ারি ফাইনালে মুখোমুখি হয় শেওড়াফুলি ক্লাব ও উত্তরপাড়া নেতাজি ব্রিগেড। তীব্র উত্তেজনার মধ্য দিয়ে খেলার নির্ধারিত সময়ে ১–১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। শেওড়াফুলি ক্লাবের হয়ে দীপেন্দু দাস এবং নেতাজি ক্লাবের হয়ে রাহুল পাসোয়ান গোল করেন। এরপর ট্রাইব্রেকারে শেওড়াফুলি ক্লাব ৫–৩ গোলে নেতাজি ব্রিগেডকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করে। ফাইনালের দিন খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সাংসদ কংগ্রেস নেত্রী দীপা দাশমুন্সি। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য, মালদহের সাংসদ আবু খান হুসেন চৌধুরী, রাজ্যের কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্র, চাঁপদানি বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক আব্দুল মান্নান, ফুটবল কমিটির পৃষ্ঠপোষক দিলীপ নাথ, কমিটির চেয়ারম্যান স্বপন ভট্টাচার্য, ভদ্রেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান রতন গোলদার প্রমুখ। তবে মাঠে উপস্থিত চার থেকে পাঁচ হাজার দর্শকদের উপভোগ, আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল খেলার শেষে আতসবাজি প্রদর্শন।

জমজমাট ফুটবল ফাইনালে জয়ী সাহাগঞ্জ স্পোর্টস

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটির ব্যবস্থাপনায় চুঁচুড়া ফুটবল মাঠে আমন্ত্রণী নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল। উল্লেখ্য, এই ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রধান উদ্যোক্তা চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। যদিও চুঁচুড়া মাঠে বিগত কয়েক বছর বড় ধরনের ফুটবল টুর্নামেন্ট হত না। শহরের গঙ্গার ধারে বেশ কয়েকটি মাঠ রয়েছে। এদিন যে মাঠে ফুটবল ফাইনাল হল সবুজ ঘাসের মখমলের কার্পেট বিছানো সুন্দর মনোরম পরিবেশের মধ্যে। কলকাতার তিন প্রধানের ঘেরা মাঠের সঙ্গে অনায়াসে তুলনা করা চলে। বিধায়কের তহবিল থেকে মাঠ সংস্কার করে অসিতবাবু নজির সৃষ্টি করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী সিরাজুল হক ও হামিদল হক স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ প্রতিযোগিতায় ৮টি দল অংশ নেয়। নতুন বছরের প্রথমদিন বৃষ্টির মধ্যেই উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাহাগঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব ও মানকুন্ডু স্পোর্টিং ক্লাব। খেলায় প্রথমার্ধে সাহাগঞ্জের নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার মোজেস ও ফ্রান্সিস দৃষ্টিনন্দন দুটি গোল করে। এরপর বিরতির দু মিনিট পর মানকুন্ডু স্পোর্টিংয়ের গোয়ানিজ স্ট্রাইকার একটি গোল করে সমতা ফেরান। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন সাহাগঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব ২৫ হাজার টাকা নগদ ও সুদৃশ্য ট্রফি পায়। অন্যদিকে মানকুন্ডু স্পোর্টিং ২০ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতীত দিনের প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলার বিভাস সরকার, তনুময় বসু, সত্যজিৎ ঘোষ, বিধায়ক অসিত মজুমদার ও হুগলি–চুঁচুড়ার চেয়ারম্যান গৌরীকান্ড মুখার্জি প্রমুখ। এই টুর্নামেন্টটি ঘিরে চুঁচুড়া শহরে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল।

শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগানে দুঃস্বপ্নের ডামাডোল

নিজস্ব প্রতিনিধি : শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগান ক্লাবে এখন দুঃস্বপ্নের হাহাকার শোনা যাচ্ছে। অন্তত ক্লাব চত্বরে পা দিলে প্রথমেই মনে হবে যেন চলে এসেছি দুর্গাপুজোর দশমীর চরম মুহূর্তে। বস্তুতই সবুজ মেরুনে এখন সব হারাবার পর্ব চলছে। যার শুরুটা হয়েছে কয়েকদিন আগে ফেডারেশন কাপ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় থেকে। সালগাওকারের কাছে সেই ম্যাচে মোহনবাগান হেরেছিল ১–৪ গোলে। গত পাঁচ ছয় বছরের ট্রফিহীন সংসারে এই যাতনা এত বড় হয়ে উঠবে তা আগে ভাবা যায়নি। কিন্তু সেটাই হল ফেড কাপের ভরাডুবির পর। প্রথম দিনেই ক্লাবের তিন শীর্ষ কর্তা টুটু বসু, অঞ্জন মিত্র এবং দেবাশিস দত্ত ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করেন। তারপর এদের দেখানো পথ অনুযায়ী আরও অসংখ্য বাগান কর্তা পদত্যাগের পথ বেছে নিয়েছেন। পদত্যাগের এই পর্বকে কেউ কেউ মোহনবাগানের তৎসংলগ্ন কর্তাদের দেখনদারী বা নাটক হিসেবে অভিহিত করছেন। মোহন কর্তাদের এই ইস্তফা তাই আদৌ তাদের প্রতি সম্মান জাগাতে পারেনি। বরং অনেকেই মনে করছেন ডামাডোলের বাজারে খেলোয়াড়দের টাকা বাকি রেখে পিঠটান দিলেন এই কর্তারা। ক্লাবের আগামী নির্বাচনের আগে এই পদত্যাগী কর্তারাই ফের সহানুভূতির হাওয়া চেয়ে ফিরে আসতে পারেন বলেও মনে করা হচ্ছে। এদিকে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছেন মন্ত্রী থেকে মেয়রপারিষদ অনেকেই। প্রাক্তন বাগান ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্যকে ক্লাব তাঁবুতে পেয়ে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অনেকেই। আশা করা যায় সবুজ মেরুনের সোনালী দিন ফেরাতে সুব্রত–চুনী–প্রসূন–বিদেশ–মানসদেরই সামনে আসতে হবে। এই খারাপ সময়ে অহেতুক রাজনীতি না করে ক্লাব দরদী সদস্য সমর্থকদের উদ্যোগ অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

রাজ্য যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২তম রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা হুগলির বাঁশবেড়িয়ায় নতুন বছরের আগামী ১০ ও ১১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা বাঁশবেড়িয়া অভিযাত্রী সংঘ। সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক গৌতম রায় চৌধুরী ও সুনীল সাহা জানান, এতে প্রায় ১২০০ জন প্রতিযোগী অংশ নিতে আসছেন। এই ওপেন যোগ চ্যাম্পিয়নশিপের পরিচালনায় ওম অষ্টাঙ্গ যোগা ফিজিক এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা এবং বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুরুষ ও মহিলারা অংশগ্রহণ করবেন। এর মধ্যেই বাঁশবেড়িয়ার ঐতিহাসিক হংসেশ্বরী মন্দির চত্বরের এলাকায় সাজ সাজ রব শুরু হয়েছে। চারিদিকে ব্যানার ও ফেস্টুনে ভরে গিয়েছে। এমনকি আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগীরা আসবেন।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

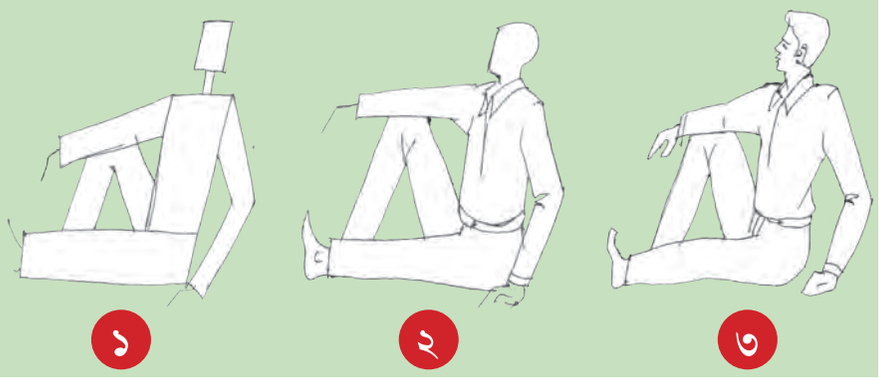

১ ২ ৩

জাদু সম্রাটের জাদু

জাদুকর শৈলেশ্বর

রূপকথার রাজা জাদু সম্রাট পি সি সরকারের অনেক খেলার মধ্যে ,কটা খেলার কথা উল্লেখ করবো। যে খেলা রীতিমতো একাধারে চমকপ্রদ আবার অলৌকিক বলে মনে হতো। নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। জাদু সম্রাট খেলা দেখাচ্ছেন কলকাতার নিউ এম্পায়ারের মঞ্চে। নানারকম চমকপ্রদ ও মজাদার খেলা দেখানোর পরে শেষ খেলাটা পি সি সরকার মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়াতেই সমস্ত হলের আলো নিভে গেল, শুধু মঞ্চের আলো জ্বলছে। এবার তিনি একটা বড় সাদা চাদর হাতে নিয়ে খানিকটা নাচালেন, দেখা গেল মঞ্চের ওপরে বড় সুন্দর ফুলসমেত টব ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর কঙ্কাল দুটো/তিনটে সারা হল কাঁপিয়ে অট্টহাসি তারা হাসছে। পরমুহূর্তে জাদুসম্রাটের নির্দেশে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। এই ধরনের নানা জিনিস মঞ্চে আসা যাওয়া করতে করতে শেষে সেই সাদা চাদরটা পাক খেতে খেতে সরু হয়ে মঞ্চে লুটিয়ে পড়লো। দেখা গেল জাদু সম্রাট পি সি সরকারও অদৃশ্য। হল স্তব্ধ, সবাই অবাক।

কোথায় জাদু সম্রাট? সকলের মনে একই প্রশ্ন।

সেই সাদা চাদরটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দোতলার ব্যালকনি থেকে সকলকে অবাক করে চেঁচিয়ে বলছেন–''আই অ্যাম হিয়্যার!'' (আমি এখানে)।

জাদুসম্রাট পি সি সরকারকে আমরা দেখলাম–ওপর থেকে সবাইকে হেসে অভিবাদন জানাচ্ছেন।

কী করে সম্ভব। মঞ্চ থেকে দোতলার ব্যালকনিতে গেলেন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে! এটা আজও রহস্য।

ছোট্ট বন্ধুরা তোমাদেরও যদি কোনও মজার গল্প জানা থাকে তবে এখনই তা পাঠিয়ে দাও মনের খেয়ালে। নাম ঠিকানা লিখতে ভুলোনা কিন্তু।

জেনে রেখো

স্বামী বিবেকানন্দ, জন্ম : ১২ জানুয়ারি, ১৮৬৩

বৈদান্তিক ও বিপ্লবী সন্ন্যাসী। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য বিবেকানন্দ জগৎ সভায় ভারতীয় বাণীর প্রথম সার্থক রূপায়িতা। নিজেকে তিনি 'সোশ্যালিস্ট' বলে অভিহিত করেন। আধ্যাত্মিক চিন্তা ও সমাজচেতনার বিকাশ এবং জনহিতকর কাজের জন্যে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। সংক্ষিপ্ত কর্মবহুল জীবনে এবং দেশবাসীর আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিপ্লবসাধনায় তাঁর মন্ত্র ছিল 'অসতো মা সঙ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়'।

শহিদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, মৃত্যু : ১১ জানুয়ারি, ১৯৩৩

ইংরেজ সরকারের পীড়ন নীতির প্রতিকারকল্পে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাসকে প্রদ্যোৎ ও তাঁর অপর এক সহকর্মী গুলিবিদ্ধ করেন। পুলিশের হস্তে ধৃত হলে প্রদ্যোতের ফাঁসি হয়।

বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসু, মৃত্যু : জানুয়ারি, ১৯৪৫

বিপ্লবী দেশসেবক। পাঞ্জাবে বিপ্লব কর্ম ও লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করার জন্যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু তিনি ইংরেজদের দৃষ্টি এড়িয়ে ভারতের মুক্তিযুদ্ধের কাজে সক্রিয় তিনি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ

শহিদ সূর্য সেন, মৃত্যু :

দুঃসাহসী বিপ্লবী নামে পরিচিত ছিলেন। উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি ১৯২৪–এ তাঁকে চার বিচারে আটক রাখা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার করে। তিনি গোপনে করতেন। ১৯৩৩–এ দেওয়া হয়।

মাস্টারদা সূর্য সেন

বিপ্লবীনেতা

আজীবন বিপ্লবী ও বারীন ঘোষ ও রাসবিহারী ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মুরারিপুকুর, তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। তিনি দেশবন্ধুর আইন ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

জাপানে চলে যান এবং সেখান থেকে থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন।

১২ জানুয়ারি, ১৯৩৪

বীর। তিনি 'মাস্টারদা' চট্টগ্রামের উমাতারা শিক্ষকতা করতেন। বৎসরের জন্যে বিনা হয়। তাঁর অধিনায়কত্বে বিপ্লবীরা দখল বিপ্লবীদের পরিচালনা তাঁকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসি

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি

দেশনেতা।

বসুর সহকর্মীরূপে বৈপ্লবিক আড়িয়াদহ প্রভৃতি কেন্দ্রের সঙ্গে সহগামীরূপে আইন অমান্য আন্দোলন, লবণ

শহিদ কিষণ সারদা, মৃত্যু : ১১ জানুয়ারি, ১৯৩১

মহারাষ্ট্রের সোলাপুরে কিছুদিনের জন্য যে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা হয় শ্রীকিষণ সারদা সেই আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। জনতা থানা ও কাছারি পোড়াতে আরম্ভ করে। কিষণ সারদা গ্রেপ্তার হয়। বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়ে শহিদের মর্যাদা লাভ করেন।

দেশভক্ত অনিলচন্দ্র ঘোষ, জন্ম : ১৭ জানুয়ারি, ১৯০৫

বাল্যকাল থেকেই গৃহের স্বদেশী আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠেন। কৈশোরে যোগাযোগ গড়ে ওঠে অনিল রায়ের 'শ্রীসংঘ'–এর সঙ্গে। ১৯২৬ সালে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে প্রায় খালি হাতে শ্রীসংঘের কয়েকজন তরুণ বন্ধুকে নিয়ে রুখে দাঁড়ান। বন্ধু অনিল দাসের নেতৃত্বে ঢাকা শহরে দিনের বেলা ট্রেন থামিয়ে অর্থলুঠের দুঃসাহসিক অভিযানে শামিল হন। ১৯৪৩ সালে আবার গ্রেপ্তার হলে স্বল্পকাল কারাবাসের পর ঢাকা শহরে অন্তরীণ থাকেন দীর্ঘদিন।

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭ব১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭ব১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক ঃ কুণাল মালিক।